NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বিশ্বাসঘাতকতায় কঠোর হামলা চাই

ড্রোনেই নজর রয়েছে দালাল স্ট্রিটের ৮

কলকাতা ১৩ মে ২০২৫ ২৯ বৈশাখ ১৪৩২ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৩০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 13.5.2025, Vol.18, Issue No. 330 8 Pages, Price 3.00

সেনাবাহিনীর পরাক্রমকে দেশের নারীদের উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী

সন্ত্রাসবাদ ও পরমাণু হুমকির বিরুদ্ধে মোদির জবাবি বার্তা

নয়াদিল্লি, ১২ মে: ২২ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় স্ত্রীর সামনে ধর্ম জিজ্ঞাসা করে এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করে জঙ্গিরা। নিহত হন একাধিক নিরীহ নাগরিকও। ঘটনার পাঁচ দিন পর, সোমবার রাত ৮টায় জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পাকিস্তানকে কার্যত চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়ে দিলেন;সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল না করলে সে দেশের পক্ষে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠবে। স্পষ্ট বললেন, এবার থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা হবে শুধুই সন্ত্রাস ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে। তাঁর কথায়, 'টেরর আর টক একসঙ্গে চলতে পারে না।'

'অপারেশন সিন্দুর'-কে দেশের মা-বোনেদের উৎসর্গ করে মোদি বলেন, 'আমাদের মা-বোনদের সিঁদুর মুছে দিলে তার মূল্য কী, তা সন্ত্রাসবাদীরা এবার বুঝেছে। সিঁদুর মোছা মানেই যুদ্ধের দামামা।' ভবিষ্যতেও যদি ভারতের উপর আঘাত আসে, তাহলে সমুচিত জবাব দেওয়া হবে বলেও স্পষ্ট করে দেন তিনি।

সংঘর্ষবিরতি হয়েছে ঠিকই, তবে 'অপারেশন সিন্দুর' শেষ হয়নি। ভবিষ্যতে পাকিস্তানের গতিবিধির উপর ভারতের নজর থাকবে। বেগড়বাই করলে মুখের উপর জবাব দেওয়া হবে। সেটাও আমাদের নিজস্ব শর্তে, নিজস্ব পদ্ধতিতে। রবিবার জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে পাকিস্তানকে নিউ নর্মালের তিন শর্ত স্পষ্ট করে দিলেন মোদি।

নিউ নর্মাল ব্যাখ্যা করে নরেন্দ্র মোদি পাকিস্তানকে বুঝিয়ে দেন, আগামী দিনে ভারতে কোনওরকম সন্ত্রাস হলে পাকিস্তানকে ছেড়ে কথা বলা হবে না। নিউ নর্মালের তিন শর্ত উল্লেখ করে মোদি বলেন, ১. ভারতের মাটিতে সন্ত্রাস হলে মুখের উপর তার জবাব দেবে ভারত। ভারতের নিজস্ব পদ্ধতিতে, নিজস্ব শর্তে এই জবাব দেওয়া হবে। পাকিস্তানের যেখান থেকে সন্ত্রাসের শিকড় বের হয়, সেই সমস্ত জায়গায় হামলা চলবে। ২. কোনও পরমাণু ব্ল্যাকমেল ভারত সহ্য করবে না পরমাণু ব্ল্যাকমেলের আড়ালে বেড়ে ওঠা সন্ত্রাসের ঠিকানায় ভারত নির্ভুল আঘাত হানবে। ৩. পাকিস্তানে সন্ত্রাসের মদতদাতা সরকার ও জঙ্গিদের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হবে না। পাকিস্তানের ঘৃণ্য আচরণ ইতিমধ্যেই বিশ্ব দেখেছে। কীভাবে পাক সেনা জঙ্গিদের শেষকৃত্যে গিয়ে শোকপ্রকাশ করেছিল। এটাই সরকার নিয়ন্ত্রিত সন্ত্রাসের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এদিন প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের দিকে গর্জন করে বলেন, 'যেমন, সন্ত্রাস ও বাণিজ্য একসঙ্গে চলতে পারে না। ঠিকই তেমনই জল ও রক্ত একসঙ্গে বইতে পারে না।' ইঙ্গিতেই পড়শি দেশের জন্য মোক্ষম সাজার কথাও বুঝিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী।

মোদির এই ভাষণের আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দুই দেশকে সংঘর্ষ থামানোর আহ্বান জানান। তাঁর বক্তব্য, যুদ্ধ চলতে থাকলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বড় ধাক্কা আসবে। যদিও ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস স্তরে যুদ্ধবিরতির চুক্তি হলেও পাকিস্তান ফের গোলাগুলি চালিয়েছে। তারই প্রেক্ষিতে মোদির কূটনৈতিকভাবে কঠিন ও সামরিকভাবে প্রত্যয়ী বক্তব্য;'ভারতের অভিযান বন্ধ হয়নি, আপাতত স্থগিত।' প্রধানমন্ত্রীর বার্তা একটাই-পাকিস্তানকে সন্ত্রাস নির্মূল করতেই হবে, নইলে আর রক্ষা নেই।

শেষে মোদি বলেন, 'আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। ভগবান বুদ্ধ আমাদের শান্তির পথ দেখিয়েছেন। কিন্তু শান্তির পথও শক্তি মার্গ হয়ে এগিয়ে চলে। ভারতবাসী যাতে শান্তিতে বাঁচে, সমৃদ্ধিতে বাঁচে, তার জন্য ভারতকে শক্তিশালী হতে হবে। আর প্রয়োজনে শক্তি প্রদর্শনও করতে হবে। গত কয়েকদিন, ভারত ঠিক তাইই করেছে। জয়

ট্রাম্পের হুমকি!

ওয়াশিংটন, ১২ মে: যুদ্ধ বন্ধ না হলে ব্যবসা বন্ধ হবে! কার্যত এভাবেই হুমকি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষণের ঠিক আগেই মুখ খুললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জানালেন, তিনি দুই দেশকেই চাপ দিয়েছিলেন সংঘর্ষ বন্ধ করার জন্য। অন্যথায় ব্যবসার উপর প্রভাব পড়বে বলেও দুই দেশকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন তিনি। দু'পক্ষকেই তিনি চাপ দিয়েছিলেন সংঘর্ষ বন্ধ করতে হবে, নয়তো তাদের সঙ্গে ব্যবসা করা হবে না। সোমবার হোয়াইট হাউসের এক কর্মসূচিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'তারা (ভারত এবং পাকিস্তান) যুদ্ধ বন্ধ করার নেপথ্যে একটি বড় কারণ হল ব্যবসা।' তিনি জানান, ভারত এবং পাকিস্তান দুই দেশের নেতাই নিজেদের দিক থেকে অটল ছিলেন। দু'পক্ষের সংঘর্ষবিরতিতে মধ্যস্থতা করতে আমেরিকা অনেক সাহায্য করেছে বলেও দাবি ট্রাম্পের। তিনি আরও জানান, ভারত এবং পাকিস্তান উভয় দেশকেই বাণিজ্যের দিক থেকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আমেরিকা। শীঘ্রই পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনাও শুরু হবে বলেও হোয়াইট হাউসের বক্তৃতায় জানিয়েছেন তিনি।

'জঙ্গিদের মদত দিয়ে পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েছে পাকিস্তানের'

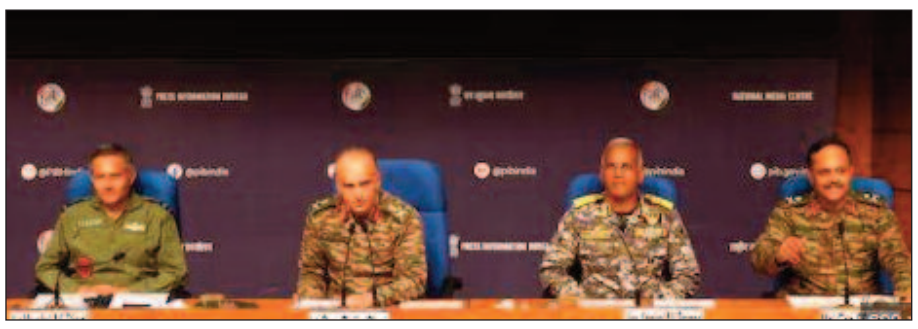

নয়াদিল্লি, ১২ মে: জঙ্গিদের মদত দিয়ে পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েছে পাকিস্তানের। ভারতের লড়াই জঙ্গিদের সঙ্গে, পাক সেনার সঙ্গে নয়। তবে জঙ্গিদের পক্ষ নেওয়ায় পাপের ফল ভুগতে হয়েছে পাকিস্তানকে। ভারতের প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানের যে ক্ষতি হয়েছে, তার জন্য ওরাই দায়ী। সাংবাদিক বৈঠকে সাফ জানাল ভারতীয় সেনা।

এদিন ভারতীয় সেনার ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই আরও একবার স্পষ্ট করেন, ৭ মে শুধুমাত্র জঙ্গিদের ডেরায় হামলা চালানো হয়েছে। দুর্ভাগ্য পাক সেনা সেই জঙ্গিদের হয়ে ব্যাট ধরছে। আমরা তার জবাব দিয়েছি। আমাদের কোনও সেনাঘাঁটিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কোনও না কোনও স্তরে হামলা প্রতিহত করা যায় যাতে, সেই ভাবেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। ভারতের দুর্ভেদ্য এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমে দাঁত ফোটাতে পারেনি শত্রুপক্ষ।

সোমবারও একাধিক ছবি ও ভিডিও দেখিয়ে ব্যাখ্যা করা হয় কীভাবে পাকিস্তান হামলা চালিয়েছে এবং ভারতীয় সেনা তার জবাব দিয়েছে। ছবি-সহ দেখানো হয় চিনে তৈরি ক্ষেপণাস্ত্র ভারতীয় ভূখণ্ডে ছুড়েছিল পাকিস্তান। যেগুলির ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার হয়েছে। দূরপাল্লার রকেটেরও অবশেষ উদ্ধার হয়েছে। ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম আকাশেই প্রতিহত করে এই সমস্ত পাক অস্ত্রগুলিকে। ডিজিএমও রাজীব ঘাই জানান, এমনভাবে বহুস্তরীয় সুরক্ষাবলয় তৈরি ভারতের যাতে ওরা আটকাবেই। এয়ার মার্শাল একে ভারতী জানান, ভারত সমস্ত হামলা চালিয়েছে সীমান্তের এপার থেকে। পাক বিমানের হামলা রুখে দিয়েছে বায়ুসেনা। পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষে বিএসএফের ভূমিকারও প্রশংসা করেন ডিজিএমও।

ভারতের মাটিতে চরম আঘাত হানতে চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেনি পাকিস্তান। চিনা ড্রোন থেকে ক্ষেপণাস্ত্র, শত্রুপক্ষের তরফে একাধিক পন্থা অবলম্বন করা হলেও প্রতিবার তা ব্যর্থ হয়েছে ভারতের দুর্ভেদ্য আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সামনে। সোমবার সাংবাদিক বৈঠক থেকে দেশের অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় জয়গান শোনা গেল তিন বাহিনীর আধিকারিকদের গলায়। শক্তিশালী প্রতিরক্ষার পাশাপাশি পাক নিরাপত্তা ভেদ করে পাকিস্তানের ১৬৫ কিমি ভিতরে ঢুকে হামলা ভারত। ছবি-সহ প্রকাশ্যে এসেছে সেই তথ্য।

এয়ার মার্শাল ভারতী বলেন, 'দুই দেশের সামরিক উত্তেজনার সময় পাকিস্তান লাগাতার ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। যার বেশিরভাগই ধ্বংস করেছে ভারতের শক্তিশালী এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। পাক হামলার সামনে প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।' একইসঙ্গে জানান, একটি পাকিস্তানি ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ মিলেছে। মনে করা হচ্ছে, সেটি পিএল ১৫। এই ক্ষেপণাস্ত্র চিনে তৈরি। পাক সেনা তা হামলার সময় ব্যবহার করেছিল। এমন আরও একটি দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষের ছবিও তুলে ধরা হয় সাংবাদিক বৈঠকে।

এর পাশাপাশি ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই জানান, 'আমাদের বহুস্তরীয় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থার সামনে কার্যত অসহায় অবস্থা হয় পাকিস্তানের।' আরও একবার স্পষ্ট করে তিনি বলেন, '৭ মে শুধুমাত্র জঙ্গিদের ডেরায় হামলা চালানো হয়েছে। দুর্ভাগ্য, পাক সেনা সেই জঙ্গিদের হয়ে ব্যাট ধরছে। আমরা তার জবাব দিয়েছি। আমাদের কোনও সেনাঘাঁটিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কোনও না কোনও স্তরে যাতে হামলা প্রতিহত করা যায়, সেই ভাবেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। ভারতের দুর্ভেদ্য এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমে দাঁত ফোটাতে পারেনি শত্রুপক্ষ। এমনভাবে বহুস্তরীয় সুরক্ষাবলয় তৈরি ভারতের যাতে ওরা আটকাবেই।'

ছারখার পাক সেনাঘাঁটি, ভিডিও প্রকাশ সেনার

নয়াদিল্লি, ১২ মে: মাত্র তিন দিনের সংঘর্ষে কুপোকাত পাকিস্তান। সোমবার ভারতীয় সেনার সাংবাদিক বৈঠকে প্রকাশ্যে আনা হয় রাওয়ালপিন্ডি শহরের বায়ু সেনাঘাঁটির বিধ্বস্ত ভিডিও। ভারতীয় সেনার হামলায় যেন রাতারাতি বিরাট পুকুর তৈরি হয়েছে ওই সেনাঘাঁটির রানওয়েতে। শক্তিশালী বিস্ফোরণে এলাকাজুড়ে ধ্বংসের নানাবিধ চিহ্ন। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে এয়ার মার্শাল একে ভারতী জানান, কীভাবে সীমান্তের এপার থেকেই রাওয়ালপিন্ডির নূর খান বায়ু সেনাঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনা। একটি ভিডিও দেখানো হয়। সেখানে দেখা গিয়েছে, পাক সেনাঘাঁটির রানওয়েতে পুকুর সাইজের বিরাট গর্ত তৈরি হয়েছে। বিস্ফোরণে আগুন ধরে গিয়েছে আশপাশের এলাকায়। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে জায়গাটা। এর থেকেই স্পষ্ট ভারতীয় সেনা কতখানি শক্তিশালী হামলা চালিয়েছে। উল্লেখ্য, পাক সেনা সদর দপ্তরের কাছে ইসলামাবাদ থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত রাওয়ালপিণ্ডির এই বায়ু সেনাঘাঁটি। মনে করা হচ্ছে, একের পর এক এমন মার খেয়েই পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত হটলাইনের সংঘর্ষবিরতির জন্য ভারতের ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাইকে অনুরোধ করে।

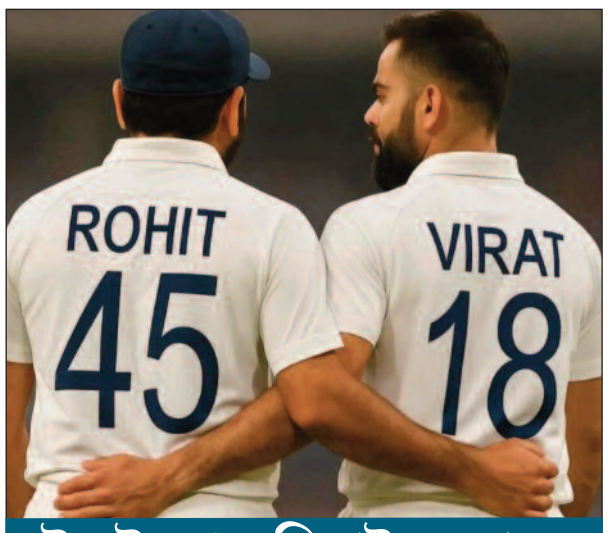

টেস্টে শেষ বিরাট অধ্যায়...

আগামী জুন মাসে শুরু হতে চলেছে পাঁচ ম্যাচের ইংল্যান্ড সিরিজ। তার আগেই টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে নিলেন ভারতীয় দলের তারকা ক্রিকেটার বিরাট কোহলি। তাও টেস্ট দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা অবসর ঘোষণা করার ঠিক পাঁচ দিন পরেই। এরপর ভারতের ব্যাটন কার হাতে উঠবে, কে কে শূন্যস্থান পূরণ করবেন দুই কিংবদন্তির, সেদিকেই তাকিয়ে ক্রিকেট ভক্তরা।

উপগ্রহচিত্রে ধরা পড়ল গুঁড়িয়ে যাওয়া পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটিগুলি

নয়াদিল্লি, ১২ মে: পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিহামলার প্রত্যাঘাত হিসাবে পাকিস্তান ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের ন'টি জঙ্গিঘাঁটি লক্ষ্য করে গত ৭ এপ্রিল গভীর রাতে জবাবি হামলা চালায় ভারতের সশস্ত্র বাহিনী। অভিযানের নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন সিন্দুর'। সেনাবাহিনীর দাবি, গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় পাকিস্তানের একাধিক জঙ্গিঘাঁটি। সেই ছবিই ধরা পড়েছে উপগ্রহচিত্রে। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত ওই ছবিগুলি প্রকাশ্যে এনেছে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী। আর তাতেই ধরা পড়েছে পাকিস্তানের বহাওয়ালপুর এবং মুরিদকেতে হামলার পরবর্তী চিত্র। পাশাপাশি, পাসরুরে পাক বিমান প্রতিরক্ষা রেডার এবং বিমানঘাঁটিগুলিতে ভারতের প্রত্যাঘাতী হামলার পরবর্তী ছবিও প্রকাশ্যে এসেছে। বহাওয়ালপুরের উপকণ্ঠে জাতীয় সড়কের ধারে প্রায় ১৫ একর জমি জুড়ে রয়েছে জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম)-এর প্রধান প্রশিক্ষণ এবং প্রচারকেন্দ্র। ২০০৮ সালে মুম্বইয়ে ২৬/১১ হামলার মূল পরিকল্পনাকারী মাসুদ আজহারের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের প্রশিক্ষণকেন্দ্রেই ছিল মারকাজ শুভান আল্লা কমপ্লেক্স। ভারতের প্রত্যাঘাতের পর সেই ইমারতগুলি কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

ডিজিএমও বৈঠক

নয়াদিল্লি, ১২ মে: ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ডিজিএমও স্তরে বৈঠক হয় সোমবার। সোমবার বিকেলে কথা হয়েছে দুই দেশের সামরিক বাহিনীর ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশন্স (ডিজিএও)-এর মধ্যে। এ কথা জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা পিটিআই। পিটিআই জানিয়েছে, সংঘর্ষবিরতি সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে ভারতের ডিজিএও রাজীব ঘাই এবং পাকিস্তানের ডিজিএও কাশিফ আবদুল্লার মধ্যে কথা হয়েছে। বৈঠকে কী সিদ্ধান্ত হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

১৭ মে ফের শুরু আইপিএল

নিজস্ব প্রতিবেদন: টাটা আইপিএল ২০২৫-এর বাকি পর্ব ফের চালু হচ্ছে। বিসিসিআই এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, নিরাপত্তা সংস্থা এবং অংশীদারদের সঙ্গে বিস্তৃত পরামর্শের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ১৭ মে থেকে শুরু হচ্ছে ম্যাচগুলি, চলবে ৩ জুন পর্যন্ত। ৬টি ভেন্যুতে মোট ১৭টি ম্যাচ আয়োজিত হবে। সূচি অনুযায়ী, দুটি রবিবারে দুটি করে ডাবল হেডার থাকবে। প্লে-অফের সূচিও নির্ধারিত হয়েছে। ২৯ মে কোয়ালিফায়ার ১, ৩০ মে এলিমিনেটর, ১ জুন কোয়ালিফায়ার ২ এবং ৩ জুন গ্র্যান্ড ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। যদিও প্লে-অফের ভেন্যু এখনও ঘোষণা করা হয়নি, তা পরে জানানো হবে বলে বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে।

তাপমাত্রা ৪০ পার! দহনের পর সন্ধেতে স্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি ছিল সোমবারও। তবে বিকেলের দিকে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝড় বইতে দেখা যায়। এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। কলকাতার তাপমাত্রা ইতিমধ্যে ৪০ ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। দমদম, সল্টলেকে পারদ ৪০ ডিগ্রির গণ্ডিও ছাড়িয়ে গিয়েছে। হাঁসফাঁস গরমে দিশাহারা অবস্থা শহর ও শহরতলির।

তবে সন্ধের কিছু পরে ঝোড়ো বাতাস আর সামান্য বৃষ্টিতে কিছুটা হলেও স্বস্তি পায় মানুষজন। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েক দিন পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম বর্ধমানে তাপপ্রবাহের আশঙ্কা রয়েছে। তবে সোমবার থেকে বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায়।

ছন্দে পরিষেবা, চালু দেশের ৩২ বিমানবন্দর

নয়াদিল্লি, ১২ মে: ভারত-পাক উত্তেজনার আবহে দেশের বন্ধ হয়ে যাওয়া ৩২টি বিমানবন্দর খুলে গেল সোমবারই। ফের চালু হল বিমান পরিষেবা। সোমবার সকালে বিবৃতি দিয়ে অবিলম্বে বিমান পরিষেবা চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন ভারতের বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। বিমানকর্মীদের এ সংক্রান্ত নোটিসও পাঠানো হয়েছে।

ভারতের 'অপারেশন সিন্দুর'-এর পর গত বৃহস্পতিবার ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা লক্ষ্য করে ড্রোন হামলার চেষ্টা করে পাকিস্তান। এর পরেই নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ৩২টি বিমানবন্দর ১০ মে পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। গত শুক্রবার সেই সময়সীমা বৃদ্ধি করেছিল কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান মন্ত্রক। জানানো হয়েছিল, আগামী ১৫ মে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত ওই বিমানবন্দরগুলির পরিষেবা বন্ধ থাকবে।

এর মাঝেই শনিবার বিকেলে যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয় দুই দেশ। সীমান্তে উত্তেজনাও খানিক কমেছে। তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সোমবার থেকে ফের চালু হয়েছে বিমান পরিষেবা। সোমবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকেই খুলে গিয়েছে চণ্ডীগড়ের শহিদ ভগৎ সিং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। অন্যান্য বিমানবন্দরেও পরিষেবা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে।

ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের আবহে যে ৩২টি বিমানবন্দর বন্ধ রাখা হয়েছিল, তার মধ্যে অমৃতসর, চণ্ডীগড়, শ্রীনগর, লুধিয়ানা, পাটিয়ালা, শিমলা, কাংড়া-গগ্গল, জৈসলমের, জোধপুর, বিকানের, পঠানকোট, জম্মু, লেহ্, জামনগর, পোরবন্দর, কান্ডলা, ভুজ প্রভৃতির মতো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরও ছিল। এ ছাড়া, আকাশসীমার পরিস্থিতি এবং অসামরিক বিমান চলাচলের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে দেশের বাকি বিমানবন্দরগুলির জন্যও জারি করা হয়েছিল নির্দেশিকা। প্রতিটি বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আরও বৃদ্ধি করা হয়। তল্লাশির কারণে বিমান ছাড়ার অন্তত ঘণ্টা তিনেক আগে যাত্রীদের বিমানবন্দরে পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সাত কেজির বেশি মালপত্র নিয়ে বিমানে চড়ার ক্ষেত্রেও জারি করা হয়েছিল নিষেধাজ্ঞা। সোমবার থেকে সে সব নিষেধাজ্ঞাও শিথিল হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাকিস্তানে আটকে থাকা বিএসএফ জওয়ানকে ফেরাতে আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর। এখনও পাকিস্তান ছাড়েনি বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম সাউকে। ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার আবহে আদৌ পড়শি দেশ তাকে ছাড়বে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে পূর্ণমের পরিবার ও তাঁর স্ত্রীর রজনীর মধ্যে।

জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী প্রায় পাঁচ মিনিট কথা বলেন রজনী সাউয়ের সঙ্গে। আটক হওয়া বিএসএফ জওয়ানের স্ত্রীর দাবি, রজনীর শারীরিক ও পারিবারিক অবস্থার কথা জানতে চেয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সব রকম সহায়তার কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি পূর্ণমকে ছাড়িয়ে আনার জন্য যা করার উনি করবেন।

মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন পূর্ণমকে পাকিস্তান রেঞ্জার্সরা আটক থাকলেও সুস্থ আছেন তিনি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ইং ০৭/০৫/২০২৫ তারিখে Judicial Magistrate, Asansol, Paschim Bardhaman, কোর্টে ৪৫৯১/২৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Suparna Bandyopadhyay W/o. Sirsendu Bandyopadhyay ও Suparna Ghosh D/o. Sumit Kumar Ghosh সাকিম কনকশালী, বোসের ঘাট, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **Soma Mondal**, W/O Tapan Guha, residing at 40/17/2 Shayamasree Pally (East), Barrackpore, Kolkata-122, born on 22/06/1963, declare that I have changed my surname from **Mondal** to **Guha**. Henceforth, I shall be known as **Soma Guha** for all purposes. Vide affidavit No. 36AA576383 dated 04/02/2025 at BKP

AFFIDAVIT

I, Maruf Hossain Mullick S/O Jainal Abedin Mullick residing at Village & P.O.- Banharishpur, P.S.-Panchla, Dist. - Howrah, 711322 do hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Howrah dated 08.05.2025 that my wife's actual name is Malik Salma Kumari Mozommal and it is recorded in her Aadhar Card and my mother's actual name is Fatema Begum and it is recorded in her Aadhar Card but inadvertently, my wife's name has been recorded as Salma Kumari Malik in my passport and my mother's name has been written as Fotema Begum. Malik Salma Kumari Mozommal and Salma Kumari Malik is the same and one identical person. Fatema Begum and Fotema Begum is the same and one identical person.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি মানিক দত্ত, পিতা সুকুমার দত্ত, সাং- গোকুলপুর, থানা- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া। নিম্ন-তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি বিগত ইংরাজি ১২/০৭/২০১১ তারিখে কল্যাণী এ ডি এস আর অফিসের ০৪ নম্বর বহির ১৭৭ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিজ সাকিনের রাহুল বোসের স্ত্রী অপর্না বোস নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। উক্ত অপর্না বোস অত্র অফিসের ২৮/০৯/২০০৬ তারিখে ২৫৭৭ নং দলিল মূলে নিজ সাকিনের রসিক চন্দ্র চন্দর পুত্র সুকুমার চন্দর পক্ষে অত্র অফিসের উক্ত সাকিনের ২৬/০৪/২০০৬ সালের ০৪ নম্বর বহির ৭৮ নম্বর আমমোক্তার দলিল মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত দিলীপ রায় চৌধুরীর পুত্র অঞ্জন রায় চৌধুরীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। এক্ষণে উক্ত সম্পত্তি সর্বশেষ ক্রেতা ইংরাজী ৩১/০৭/২০২৩ তারিখে অত্র অফিসের ৩৫২৬ নম্বর দলিল মূলে প্রাপ্ত শম্পা কর্মকার, স্বামী- উত্তম কর্মকার, সাং- ৫২, আগুরীপাড়া, পোষ্ট- কাঁচরাপাড়া, থানা- বীজপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা। এক্ষণে উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড করাইলে বা উল্লেখিত আমমোক্তারনামা দলিল দুইটির বিষয়ে যদি কাহারো কোন অভিযোগ বা আপত্তি থাকে তাহা হইলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ জানাইবেন।

-: তপশীল সম্পত্তির পরিচয় :-

জেলা- নদীয়া, থানা- চাকদহ, মৌজা- ৭৩ নং, গোকুলপুর। খতিয়ান নম্বর- আর.এস. ৪০৪, এলআর ১৫৬১, ৩৬১/১, দাগ নম্বর- আর.এস. ও এলআর ২১৩, জমির পরিমাপ-২.৩৬৫ শতক, শ্রেণী- আউশ

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

Raghunath Dutta (Advocate)
Bolpur Court, M- 9614130925

NOTICE

This is to inform that, my client 1). Sk. Abdul Wahed @ Almas 2). Sk. Abdul Wazed @ Akkas 3). Sk. Abdul Mazed @ Md. Asfak S/o Sk. Abdul Salam @ Abdus Salam 4). Najmur Rasul, 5). Obaidur Rasul 6). Mahibur Rasul S/o Sk. Abdul Rasul @ Sk. Abdur Rasul residing at Mirza Mohalla, P.O.- Medinipur, P.S.- Kotawali, Dist- Paschim Medinipur, executed General Power of Attorney in respect of 1 Ace. 27 Dec. property, vide Deed No IV- 21 on 17/01/1986 at Medinipur Dist. Sub. Reg.-I in favour of Obaidur Rasul S/o Sk. Abdul Rasul @ Sk. Abdur Rasul in respect of 1 Ace. 27 Dec. property, R.S. Plot No. 29 & LR - 31, Khatian No. 51 (RS), L.R.-33, J.L. No. 60, Mouza- Shobhapur, P.S.-KGP (L), Dist- Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx 55 Dec. area of the said property to **Gouri Dolai** W/o Laxmikanta Dolai R/o Shobhapur, P.O. : Pratapur, P.S. KGP (L), Dist- Paschim Medinipur, WB- 721301, through the Deed No. I- 7577/24, on 03/07/24, at Medinipur Dist. Sub. Reg.-I.

That, if any person have any objection, then he/ she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

NOTICE

This is to inform that, my client **TANDRA MAJUMDER** W/o Bipul Majumder & D/o Late Amullya Ratan Sen residing at 4/2 Banamali Banerjee Road, Kol.-700082, executed General Power of Attorney in respect of 12 Dec. property, vide Deed No IV-17 at Kharagpur A.D.S.R on 25/01/2008 in favour of **Somnath Sen** S/o Late Amullya Ratan Sen, R/o- Inda Kamala Caben, P.O- Inda, P.S - KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305, in respect of 12 Dec. property, Revenue Survey No.-3108, Touji No- 1254, C.S. Plot No. 180, RS-233 & 234, LR-3710 & 3712, Khatian No. 992, J.L. No.232, Mouza - Inda, P.S.- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx 1.33 (0.83 + 0.50) Dec. area of the said property to **Kalipada Shit** S/o Gagan Chandra Shit, R/o- Inda Kamala Caben, P.O- Inda, P.S - KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305, through the Deed No. I-7754/11 of Kharagpur A.D.S.R. on 08/12/2011. That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

NOTICE

This is to inform that, my client **Sk. Nausad** S/o Late Sk. Magi residing at Panchberia, P.O.- Inda, P.S.- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305 executed General Power of Attorney in respect of 11 Dec. property, vide Deed No IV-236 at Kharagpur A.D.S.R on 04/12/2015 in favour of **Shaikh Moinuddin** S/o **Shaikh Hossainuddin**, R/o- jafala, P.O- jakpur, P.S - KGP (L), Dist- Paschim Medinipur, WB-721301, in respect of (5.50 + 5.50) Dec. property, R.S. & LR Plot No. 14 & 15, Khatian No. 242 (L.R.), J.L. No.231, Mouza- Kajichak, P.S.- KGP (L), Dist- Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx 03 (0.25 + 2.75) Dec. area of the said property to **Arvind Parihar** S/o Late Ghanashyam Parihar R/o Traffic, P.O. : KGP, P.S. KGP(T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721301, through the Deed No. I-7074/24 of Kharagpur A.D.S.R. on 28/08/2024.

That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

NOTICE

This is to inform that, my client 1). Sk. Abdul Wahed @ Almas 2). Sk Abdul Wazed @ Akkas 3). Sk. Abdul Mazed @ Md. Asfak S/o Sk. Abdul Salam @ Abdus Salam 4). Najmur Rasul, 5). Obaidur Rasul 6). Mahibur Rasul S/o Sk. Abdul Rasul @ Sk. Abdur Rasul residing at Mirza Mohalla, P.O.- Medinipur, P.S.- Kotawali, Dist- Paschim Medinipur, executed General Power of Attorney in respect of 1 Acr 10 Dec. property, vide Deed No IV-21/86 on 17/01/1986 at Medinipur Dist. Sub. Reg.-II in favour of Obaidur Rasul S/o Sk. Abdul Rasul @ Sk. Abdur Rasul in respect of 1 Acr 10 Dec. property, R.S. & L.R. Plot No. 108, Khatian No. 50 R.S., 32 L.R., J.L. No. 59, Mouza- Bagbandi, P.S. KGP (L), Dist- Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx 10 Dec. area of the said property to 1). **Mritunjoy Dolai** S/o Laxmi Kanta Dolai 2). **Chaina Dolai** W/o Sridam Dolai through the Deed No. I-8304/24 on 28/11/24 at Medinipur Dist. Sub. Reg.-II. That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

।। আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি ।।

নিম্নলিখিত ব্যাক্তিগণের উদ্দেশ্যে জানানো জাইতেছে যে আমার মক্কেল **শ্রী সঞ্জিত কর্মকার** গত ইংরাজী ২০/১১/২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর চন্দননগর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৩৭০৭/২৪ নং দলিল মূলে **(১) নীলা ঘোষ (২) লাল মোহান ঘোষ (৩) মদন ঘোষ (৪) শ্রীকান্ত ঘোষ (৫) দিলীপ কুমার ঘোষ** গণ **প্রসেনজিৎ পাল** কে ইংরাজী ১১/০৮/২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর চন্দননগর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১ নং বহির ৬০৪ নং ভলুম্যে ৬১৪৬০ থেকে ৬১৪৭৩ নং পাতায় লিপিবদ্ধ ২৮৫৬/২৩ নং আমমোক্তার দলিল দ্বারা জেলা: হুগলী, থানা: ভদ্রেশ্বর, মৌজা:বিলকুলি, হাল খতিয়ান নং ৭০৯, ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮ হাল দাগ নং - ১৬, পরিমান ১ কাঠা ৩ ছটাক ২৮ বর্গফুট। ১৭ নং দাগে ৭ ছটাক ২২ বর্গফুট জমি নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করবেন। উক্ত আমমোক্তার নামা বা অত্র দাগে মিউটেশনের বিষয়ে বক্তব্য থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ার একমাসের মধ্যে খলিসাণী বি.এল.আর.ও অফিসে লিখিত আবেদনে তা পেশ করবেন অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হইবে।

রাজদীপ সুর (এ্যাডভোকেট)
চন্দননগর কোর্ট
এনরোলমেন্ট নং : F/1728/2008

।। আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি ।।

নিম্নলিখিত ব্যাক্তিগণের উদ্দেশ্যে জানানো জাইতেছে যে আমার মক্কেল **(১) ওম প্রকাশ সাউ (২) পিন্টু কুমার সাউ** গত ইংরাজী ১৭/০১/২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর চন্দননগর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১৫৯/২৫ নং দলিল মূলে **(১) সুভাষ চন্দ্র ঘোষ (২) প্রমোদ চন্দ্র ঘোষ (৩) মালতী ঘোষ (৪) শিপ্রা সিংহ রায় (৫) রিন্টু নিয়োগী (৬) মঞ্জু ঘোষ (৭) শিখা ঘোষ গণ** এর পক্ষে **(১) বিকাশ মজুমদার (২) সুকুমার রানা (৩) অশোক কুমার ঘোষকে** ইংরাজী ২০২৩ সালে এ.ডি.এস.আর চন্দননগর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১ নং বহির ১৯৫৩/২৩ নং আমমোক্তার দলিল দ্বারা জেলা: হুগলী, থানা: ভদ্রেশ্বর, মৌজা: আলতাড়া, জে.এল নং - ৮, হাল দাগ নং - ৬১০, হাল খতিয়ান নং - ১২০২, ১২০৩, ১২০৪, ১২০৫, ১২০৬, ১২০৭, ১২০৮, ৪ কাঠা ৯ ছটাক জমি ক্রয় করেন। বর্তমানে আমার মক্কেল দ্বয় নিজ নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করবেন। উক্ত আমমোক্তার নামা বা অত্র দাগে মিউটেশনের বিষয়ে বক্তব্য থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ার একমাসের মধ্যে খলিসাণী বি.এল.আর.ও অফিসে লিখিত আবেদনে তা পেশ করবেন অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হইবে।

রাজদীপ সুর (এ্যাডভোকেট)
চন্দননগর কোর্ট
এনরোলমেন্ট নং : F/1728/2008

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে, (১) সোমনাথ মান্না, পিতা- ঁবারীন্দ্র, সাং- গোছাতি, (২) অঞ্জলী মান্না, স্বামী-সনাতন, সাং- সিংপুর, (৩) কাকুলী ভুঞ্যা, স্বামী- তাপস, সাং- রাধাকান্তপুর, (৪) শেফালী মান্না, স্বামী- ভোম্বল, সাং- কাঁসরা, (৫) শ্যামলী পাত্র, স্বামী- অশোক, সাং- জয়দেবপুর। দাসপুর থানার জে.এল নং- ১৬১, গোছাতি মৌজায় সাবেক ২৬৬৩, ২৬৬৪, ২৬৬৫, ৩১৬২, ৩১৬৩, ৩১৫৬, ৩১৫৭ দাগে তাহাদের দখলীকৃত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার জন্য ইং-০২/০১/২০১৩ তারিখে A.D.S.R Daspur এর IV-001/2013 নং আমমোক্তার দলিলমূলে শম্ভুনাথ মান্না, পিতা- ঁবারীন্দ্র, সাং-গোছাতি, মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেছেন। উপরোক্ত আমমোক্তার A.D.S.R Daspur এর ইং-০৭/০১/২০১৩ তারিখে ১৬৭ নং বিক্রয়কোবলামূলে গোছাতি গ্রাম নিবাসী প্রদীপ মান্না, পিতা- রবীন্দ্র, সাং- গোছাতি, মহাশয়কে উপরিউল্লিখিত মৌজায় সাবেক ৩১৫৬, ৩১৫৭ দাগে ৬.৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেছেন। ইহাতে কাহারো কোনো ওজর আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে দাসপুর-২ বি.এল. এন্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় একতরফা শুনানি হইবে।

Bimal Dolai
Advocate
Civil & Criminal Court, Ghatal
Dist-Paschim Medinipur
Enroll No F/26/15/2016
16/05/25

[illegible]

SWARNENDU MONDAL, Advocate
District & Sessions Judge's Court, Bankura
Enrolment No.- F/3105/2638/2021
MOB. 9002217193

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রী অসিত কুমার ঘোষ, ২)শ্রী কাঞ্চন কুমার ঘোষ, ৩)শ্রী মেঘনাথ ঘোষ, ৪)শ্রী হৃষিকেশ ঘোষ, ৫)শ্রী বাদল চন্দ্র ঘোষ সকলের পিতা ৺পূর্ণ চন্দ্র ঘোষ, **৬)শ্রীমত্যা অন্নপূর্ণা ঘোষ** স্বামী ৺পূর্ণ চন্দ্র ঘোষ, **৭)শ্রীমত্যা মধুমিতা ঘোষ** স্বামী ৺অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ, **৮)শ্রী অতনু ঘোষ** পিতা ৺অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ সকলের সাকিম দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়/ মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৭/০৮/২০১৯ তারিখে ডি.এস.আর.-II, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-0097/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে এবং অপর সরিক **৯)শ্রীমতী অনিমা ঘোষ** স্বামী শ্রী সুকুমার ঘোষ পিতা ৺পূর্ণ চন্দ্র ঘোষ, সাকিম ইলসোবা মন্ডলাই, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৬ মহাশয়া বিগত ইং ১৬/০৩/২০২০ তারিখে সম্পাদিত ও ১৮/০৩/২০২০ তারিখে ডি.এস.আর.-I, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-0090/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে, একুনে দুইটি আমমোক্তারনামা দলিলমুলে, আমার মক্কেল **১)সাজদা বেগম** স্বামী তানবীর আহমেদ, **২)সরফারাজ আহমেদ আনসারি** পিতা মহম্মদ হাফিজ আনসারি সাকিম মানুষপুর বস্তী, নিয়ার ব্রহ্মস্থান প্রাইমারী স্কুল, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়া/মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেলগণ নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০৭/০৯/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5264/2021 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **নউসদ আহমেদ আনসারী**, পিতা মহম্মদ হাফিজ আনসারী, সাকিম মানুষপুর বস্তী, নিয়ার ব্রহ্মস্থান প্রাইমারী স্কুল, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত সম্পত্তি **নউসদ আহমেদ আনসারী**, নিজ নামে নাম পত্তন না করিয়াই বিগত ইং ২০/০৪/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-3485/2023 ও I-3486/2023 নং পৃথক দুইটি বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)তাবাসুম পারভীন** স্বামী মহঃ রহমতুল্লা ও **২)নাগমা পারভীন** পিতা মহঃ শাহ আলম সাকিম আমবাগান রেলওয়ে কলোনী, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়াগণকে বিক্রয় করেন। আরও প্রকাশ থাকে যে, উক্ত নাগমা পারভীন তাহার খরিদা সম্পত্তি বিগত ইং ১১/০৪/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-4394/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে উক্ত তাবাসুম পারভীন পিতা মহঃ শাহ আলম সাকিম ৬৩, বানাক পাড়া রোড, হাজীনগর, নৈহাটী, উত্তর ২৪ পরগণা-৭৪৩১৩৫ মহাশয়াকে বিক্রয় করেন। তপশিল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কৃষ্ণপুর চন্দনপুর, ১নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৬৫৫, ৬৫৬, ৬৫৭, ৬৫৮, ৬৫৯, ৬৬০, ৬৬১ ও ৬৬২ নং খতিয়ানে, সাবেক ৪৭১ তথা হাল এল.আর. ৬৩০ নং দাগে শুনা জমি ১ কাঠা ১১ ছটাক ১৯ বর্গফুট আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **তাবাসুম পারভীন** পিতা মহঃ শাহ আলম তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আ্যড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৩ই মে, ২৯শে বৈশাখ। মঙ্গল বার, ৭ই বৈশাখ। কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপদ তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী বুধর বিংশোত্তোরী বৃহস্পতির মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ নি গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বফন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার নি সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রাপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ-তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপ অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক বি থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন।। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(আজ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রয়াণ দিবস।
আজ সকাল ৯/১১ মিঃ বৃহস্পতি র মিথুন রাশিতে প্রবেশ।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

পাকিস্তানের পক্ষে পোস্ট, ডোমজুরে আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে যুদ্ধ পরিস্থিতির আবহে পাকিস্তানের পক্ষে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল হাওড়ায়। ডোমজুড়ের বাসিন্দা ওই যুবকের নাম সাদ্দাম শেখ। তার ওই পোস্ট করার পরই তা নজরে আসে প্রশাসনের। দেশবিরোধী আচরণের অভিযোগে তাকে ডোমজুড় থানার পুলিশ তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই যুবকের পোস্টে পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন জানানোর ইঙ্গিত রয়েছে। কেন সে ভারতে থেকে এমন ধরনের পোস্ট করল, তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে তার মোবাইল ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসেও। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ওই যুবক ইচ্ছাকৃতভাবে সমাজ মাধ্যমে উসকানিমূলক মন্তব্য করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, তার এই আচরণ দেশের নিরাপত্তা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিপন্থী হতে পারে। তাই এই পোস্টের পেছনে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, বিদেশি মদত কিংবা ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যুবকের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারা এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইনের আওতায় মামলা দায়েরের সম্ভাবনা রয়েছে। তদন্তে অপরাধমূলক উদ্দেশ্য প্রমাণিত হলে, কড়া আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেই জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনাটি নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে স্থানীয়ভাবে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। প্রশাসনের তরফে সাধারণ মানুষকে আইন নিজের হাতে না তুলে নিয়ে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উপস্থাপনায় 'শ্রীচরনেষু মা'

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ব মাতৃ দিবসে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স রবিবার ১১ মে দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ, আদ্যাপীঠে 'শ্রীচরনেষু মা' নামক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই বছরের উদযাপনটি মা কালীর বাসস্থান দক্ষিণেশ্বর, রামকৃষ্ণ সংঘ, আদ্যাপীঠ-এ আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়া যে সকল মায়েরা জীবনের সায়াহ্নে এসে পৌঁছেছেন, যাদের এই সময়টা অনেক ভালোবাসা ও যত্নের প্রয়োজন হয়, তাদের জন্য এই আয়োজন করা হয়। সঙ্গে প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয় যে, আজকের মতো প্রতি মাসে যোগা গুরু যোগীবিশ্ব-র সাহায্যে মা দের সুস্থ ও আনন্দে রাখার প্রয়াস নেওয়া হবে। আদ্যাপীঠ-এর প্রাণ পুরুষ ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই ও দীপা মা এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মুরাল ভাই ও দীপা মা, দুজনেই শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের এই উদ্যোগের ভূয়াসী প্রসংশা করেন এবং এই প্রয়াসের ধারাবাহিকতা রাখার কথা বলেন। অনুষ্ঠানে ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই ও দীপা মা শুভ হাত দিয়ে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের মাতৃ দেবী বেলা সাহা-র আবক্ষ মূর্তির শুভ উন্মোচন হয়। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, 'শ্রীচরনেষু মা' মাতৃত্বের প্রতি নিবেদিত এক বিশেষ উদ্যোগ । আমরা সব সময় চেষ্টা করি যাতে সমাজের কাজে লাগতে পারি। দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ, আদ্যাপীঠ-এ 'শ্রীচরনেষু মা' উদযাপন করতে পেরে খুবই আনন্দ পেয়েছি।' শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা ও দিদি সুচরিতা রায় উপস্থিত সব মায়েদের উপহার তুলে দেন।

বালি নিশ্চিন্দা চিত্তরঞ্জন বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৯৫১ সালে যখন দেশ ভাগের উত্তাপে ভারতবর্ষ বিধ্বস্ত, যখন ছিন্নমূল মানুষ তাদের বহুকালের শিকড় ছিঁড়ে অন্য কোথাও নতুন বসতি স্থাপনের লড়াইতে ব্যস্ত, এক প্রবাদপ্রতীম শিক্ষক শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সরকার শিক্ষার বীজ বপন করেছিলেন এই বালি নিশ্চিন্দায় আরও বেশ কিছু শিক্ষাব্রতী মানুষের সাহায্য নিয়ে।

সেই চারাগাছগুলোর অন্যতম বালি নিশ্চিন্দা চিত্তরঞ্জন বিদ্যালয় আজ মহীরূহতে পরিণত। গত ৩০ শে এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে পঁচাত্তরে পদার্পণ করেছে। এরপর চার দিন ব্যাপী বিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জয়ন্তীর প্রারম্ভিক পর্বের উদযাপনে ব্রতী ছিলেন এলাকার সকলে। বর্তমান-প্রাক্তন ছাত্র সমূদয়, শিক্ষক শিক্ষিকা, অভিভাবক মন্ডলী, এলাকার শুভানুধ্যায়ীগণ সকলেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আন্তরিকভাবে। বিভিন্ন মনীষীদের সুসজ্জিত ট্যাবলো-সহ বিশাল শোভাযাত্রার সূচনা করা হয়। পয়লা মে শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার প্রদীপ জ্বেলে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন কৃতি ছাত্র ড. দিলীপ গোস্বামীর হাতে উন্মোচিত হয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মর্মর মূর্তি। ছাত্রদের একক ও সমবেত সঙ্গীত, পাঠ ও শাস্ত্রীয় নৃত্যের পরিবেশনায় সামিল ছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী শোভন গঙ্গোপাধ্যায়ও। সম্বর্ধিত করা হয় এই বছরে মাধ্যমিকে বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্র অনিমেষ চন্দকেও।

কলকাতার একাধিক বাজারে টাস্কফোর্সের হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত পাকিস্তান সামরিক উত্তেজনার আবহে কালোবাজারি ও কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি রুখতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের প্রেক্ষিতে বাজার দর নিয়ন্ত্রণে গঠিত টাস্কফোর্সের সদস্যরা সোমবারও কলকাতা ও জেলার বিভিন্ন বাজারে হানা দিয়েছেন। টাস্কফোর্সের সদস্যরা আজ কলকাতার উল্টোডাঙ্গায় পাইকারি বাজার পরিদর্শন করেন। শাক, সবজি, চাল ও মাছের বাজার ঘুরে তাঁরা জিনিসপত্রের দাম খতিয়ে দেখেন। কথা বলেন ক্রেতাদের সঙ্গেও। টাস্ক ফোর্সের অন্যতম সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে বলেন, পাইকারি বাজারে জিনিস পত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে আছে। ক্রেতারাও কেউ কোনও অভিযোগ জানাননি। সাম্প্রতিককালে চালের দাম কিছুটা বেড়েছিল। বর্তমানে তাও নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে এখন থেকে কলকাতা ও জেলার প্রতিটি বাজারে প্রতিদিনই টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা নজরদারি চালাবেন। যুদ্ধের আবহে কোনও অসাধু চক্র যেন মাথা চাড়া দিয়ে না ওঠে তা দেখা হবে। উল্টোডাঙা বাজারে সোমবার সবজি দর যথাক্রমে - আলু ২০ থেকে ২৫ টাকা, পিঁয়াজ ২৫ থেকে ৩০ টাকা, রসুন ১০০ টাকা, আদা ১০০ টাকা, টমেটো ৩০ টাকা, পটল কুড়ি টাকা, বেগুন ৮০ টাকা, উচ্ছে ৬০ টাকা, ঢেড়স ৫০ টাকা, রুই মাছ ১৫০ টাকা, কাতলা মাছ ২০০ টাকা। ইলিশ মাছ ৮০০ থেকে ১২০০ টাকা। গলদা চিংড়ি ১২০০ থেকে ১৪০০ টাকা। মুরগির ডিম ৬ টাকা হাঁসের ডিম ১২ টাকা।

সোমবার শিল্পী দেবতোষ করের ভাবনায় ভবানীপুর ঐক্যতানের দুর্গোৎসবের শুভ সূচনা হল। এবার ষাট বছরে পদার্পন করল এই পুজো। উপস্থিত ছিলেন পুজোর উদ্যোক্তা মেয়র পারিষদ সন্দীপ রঞ্জন বক্সী। ছিলেন পদ্মশ্রী প্রাপ্ত মছলন্দপুরের গোকুল দাস-সহ বিশিষ্ট জনেরা। ছিলেন মালা রায়, চন্দ্রীমা ভট্টাচার্য, দেবাশিস কুমার, সুব্রত বক্সী প্রমুখ।

পুরীর সেবায় ত্রুটি, দিঘায় হাজিরায় বরখাস্ত জগন্নাথ ধামের দয়িতাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনে উপস্থিত থেকে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন পুরীর শ্রীমন্দিরের প্রবীণ দয়িতাপতি রামকৃষ্ণ দাস মহাপাত্র। এবার তাঁকে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের মুখে পড়তে হল। তাঁকে ৩০ দিনের জন্য বরখাস্ত করল 'শ্রী জগন্নাথ টেম্পল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'। এই সময় তিনি মন্দিরে ঢুকতে পারবেন না বা কোনও আনুষ্ঠানিকে অংশ নিতে পারবেন না। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শৃঙ্খলা লঙ্ঘনের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে এর আগেও দু'দফা শো-কজ জারি হয়েছিল। প্রথমটি দিঘার মন্দিরে নবকলেবরের কাঠ ব্যবহারের অভিযোগ নিয়ে, দ্বিতীয়টি ছিল 'দিঘা জগন্নাথ ধাম' অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি নিয়ে। সদুত্তর না পাওয়ায় তাঁকে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেয়। বরখাস্তকালীন সময়ে দাসমহাপাত্রের কার্যকলাপের উপর নজর রাখবেন মন্দিরের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা অফিসাররা। রিপোর্টের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত হবে। এদিকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর মতে, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইঙ্গিতে দয়িতাপতি মন্দিরের মর্যাদা খর্ব করেছেন। তাঁকে বরখাস্ত করে সনাতন ঐতিহ্যের পক্ষে সঠিক বার্তা দেওয়া হল।' মন্দিরের প্রধান প্রশাসক অরবিন্দ পাধি স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'মন্দিরের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা সবার দায়িত্ব। প্রভু জগন্নাথের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতেই এই পদক্ষেপ।' যদিও রথযাত্রার আগে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলেও দাসমহাপাত্র ওই পবিত্র দায়িত্ব ফিরে পাবেন কিনা, তা এখনই নিশ্চিত নয়। নিয়ম না মানলে বরখাস্তের মেয়াদ আরও বাড়ানো হবে বলেও হুঁশিয়ারি।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৩ মে ২০২৫, ২৯ বৈশাখ, মঙ্গলবার

শিক্ষক নিয়োগের খসড়া প্রস্তুত
নবান্নের চূড়ান্ত সম্মতির অপেক্ষায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৩১ মে-র মধ্যে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে, নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। এদিকে সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই নিয়োগের খসড়া প্রস্তুত করে ফেলেছে শিক্ষা দপ্তর। নবান্নের চূড়ান্ত সম্মতির অপেক্ষায় স্কুল সার্ভিস কমিশন বলেই সূত্রের খবর।

এসএসসি সূত্রে জানা গিয়েছে, শূন্য পদের তালিকা হাতে পেলেই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। স্কুলগুলিতে বিষয়ভিত্তিক, ক্যাটাগরি ভিত্তিক কত শূন্য পদ রয়েছে তা সংগ্রহ করার দায়িত্ব জেলা পরিদর্শকদের। এই তালিকা তৈরি করে শিক্ষা দপ্তর পাঠাবে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে। শিক্ষা দপ্তরের কাছ থেকে সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় এসএসসি। শিক্ষা দপ্তর সূত্রের খবর, শূন্যপদের তালিকায় ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে উঠতে পারে প্রশ্ন। উচ্চ আদালত ইতিমধ্যেই ওবিসি শংসাপত্র নিয়ে বেশ কিছু রায় দিয়েছে। তবে যে খসড়া তৈরি করা হয়েছে, সেখানে আইনি জটিলতার কথা মাথায় রেখে বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

এদিকে এসএসসি অফিস ঘেরাও করে রেখেছে চাকরিহারারা, বেশ কয়েকদিন ধরে বিকাশ ভবনের বাইরেও চলছে অবস্থান। তার ফলে স্কুল সার্ভিস কমিশনের স্বাভাবিক কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে বলে দাবি শিক্ষা দপ্তরের। এসএসসি'র চেয়ারম্যান নিজেও এসএসসি অফিসে না গিয়ে বিকাশ ভবনে বসছেন। অন্যদিকে, 'যোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষিকারা বলছেন, রিভিউ পিটিশনের চূড়ান্ত পরিণতি না দেখে পরীক্ষা দেওয়া যাবে না। নোটিফিকেশন প্রকাশ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিলে তা তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। দুটি মূল দাবি-সহ একাধিক দাবি নিয়ে অবস্থান চালাচ্ছেন রাজপথে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, আগামী ১৫ মে শিক্ষা দপ্তর ঘেরাও অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে 'যোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের ব্যানারে।

শিক্ষা দপ্তর ঘেরাওয়ের ডাক যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার শিক্ষা দপ্তর ঘেরাওয়ের ডাক দিল যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ। নিয়োগের দাবিতে গত ৭ মে থেকে বিকাশ ভবনের সামনে অবস্থান চলছে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের। তাঁদের দাবি, তাঁরা যোগ্য কিন্তু নিয়োগ থেকে বঞ্চিত। এছাড়াও একাধিক দাবিতে তাঁরা বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন।

সূত্রে যে খবর মিলছে তাতে আগামী ১৫ মে, বৃহস্পতিবার শিক্ষা দপ্তর ঘেরাওয়ের ডাক দেওয়া হয়েছে এই মঞ্চের পক্ষ থেকে। তাঁদের বক্তব্য, অবস্থান-বিক্ষোভ শুরু করার পর থেকে তাঁরা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। যাবতীয় দাবি দাওয়া তাঁকে জানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি মিললেও শিক্ষামন্ত্রীর সাক্ষাৎ তাঁরা এতদিনেও পাননি। তাই এবার শিক্ষা দপ্তর ঘেরাও করা ছাড়া আর কোনও উপায় দেখছেন না তাঁরা। মঞ্চের পক্ষ থেকে যে একাধিক দাবির কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম, যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সসম্মানে স্কুলে ফিরিয়ে আনতে হবে। আর এর দায় নিতে হবে সরকারকে। পাশাপাশি আদালতের অর্ডার অনুযায়ী নোটিফিকেশন প্রকাশের সিদ্ধান্ত হলে তা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। এরই মাঝে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি হল, এই মঞ্চ থেকে দাবি তোলা হচ্ছে একই চাকরির জন্য বারবার যোগ্যতার পরীক্ষা দেবেন না। গোটা বিষয় নিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে আলোচনা করতে চায় যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ। কিন্তু সেই সুযোগ তাঁদের দেওয়া হচ্ছে না বলেই অভিযোগ। সেই প্রেক্ষিতেই তাঁদের বক্তব্য ছিল, আগামী দিনে আরও বড় আন্দোলনের কথা ভাববে তাঁরা। শিক্ষা দপ্তর ঘেরাও অভিযান হয়তো সেই বড় আন্দোলনের প্রথম ধাপ।

শহরের রুফটপ রেস্তোরাঁর নিয়ন্ত্রণে অনুমতির অপেক্ষায় নয়া এসওপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেছুয়া ফল পট্টির একটি হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে ১৪ জনের মৃত্যু ঘিরে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। বেআইনি রুফটপ রেস্তোরাঁগুলির বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে আদালতের স্থগিতাদেশে থমকে দাঁড়ায় কলকাতা পুরনিগম। এবার আর তাড়াহুড়ো নয়, ধীরে চলার নীতি গ্রহণ করে পুরকর্তারা।

রুফটপ রেস্তোরাঁ চালাতে হলে কী কী শর্ত মানতে হবে, তার জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) তৈরি করেছে পুরসভা। তাতে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, ছাদে প্রবেশপথের অবস্থা, উদ্ধারকাজের জায়গা, ট্রেড ও আবগারি লাইসেন্সের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি রাখা হয়েছে। তবে তা কার্যকর করার আগে রাজ্য সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে নবান্নে। এবার কলকাতা পুলিশ, দমকল ও আবগারি দপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে রেস্তোরাঁগুলির পরিদর্শনে নামবে পুরনিগম। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, সব সংস্থাকে নিয়ে রেস্তোরাঁগুলির শুনানি করা হবে এবং অনুমতির বিষয়গুলি একযোগে দেখা হবে। আপাতত নতুন রুফটপ ব্যবসার অনুমতি দেওয়া হবে না বলেই স্থির হয়েছে। শহরের যেসব রুফটপ রেস্তোরাঁ ইতিমধ্যেই চলছে, সেগুলির ওপরেই নজরদারি চলবে। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পার্ক স্ট্রিটের একটি রুফটপ রেস্তোরাঁয় সরজমিন পরিদর্শনের পরেই বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছিল পুরসভা। তবে আদালতের হস্তক্ষেপে সেই পদক্ষেপ আপাতত স্থগিত। তবু বেআইনি রেস্তোরাঁ নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন এবার আরও পদ্ধতিগত পথে হাঁটছে।

মেদিনীপুর মেডিক্যালের স্যালাইনকাণ্ডে শিকার আরও ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে স্যালাইন কাণ্ডে মৃত্যু হল আরও এক প্রসূতির। সূত্রে খবর, রবিবার রাত দশটায় এসএসকেএমে চিকিৎসাধীন নাসরিন খাতুনের মৃত্যু হয়। গত ১২ জানুয়ারি থেকে এসএসকেএমে চিকিৎসাধীন ছিল নাসরিন। মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল নাসরিনের। তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় ভেন্টিলেশনে ছিল নাসরিন। চার মাসের লড়াইয়ের পর অবশেষে রবিবার মৃত্যু নাসরিনের। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, স্যালাইনে বিষক্রিয়ায় যে কয়েকজন প্রসূতি অসুস্থ হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে নাসরিনের সর্বকনিষ্ঠ। বয়স ১৯ বছর। মৃতা নাসরিন খাতুনের পরিবারের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে, সিজার হওয়ার পর আবার অপারেশন করা হয় নাসরিন খাতুনের। দ্বিতীয়বার কেন অপারেশন হল, তা নিয়েও চিন্তিত ছিল নাসরিনের পরিবার। এরপর প্রথমে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউ ওয়ার্ডে ভেন্টিলেশনে ছিল। তখন ২০ শতাংশ আশার আলো দেখিয়েছিলেন চিকিৎসকরা। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় কলকাতায়। এতদিন সেখানেই চিকিৎসা চলছিল তাঁর। কিন্তু চিকিৎসায় সাড়া দেননি নাসরিন। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের শুরুর দিকেই মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রসূতি মৃত্যু ঘিরে গোটা রাজ্য তোলপাড় হয়। সামনে আসে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালের একাধিক বেনিয়ম। মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইনের তত্ত্ব সামনে আসে। এরপর পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালের স্যালাইন ও ১০টা ওষুধের ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। যদিও পরবর্তীকালে তদন্তে স্যালাইনকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

পবিত্র বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে কলকাতার কলেজ স্কোয়ার মহাবোধি স্যোসাইটি সেমিনার হল-এ 'ভগবান বুদ্ধ'-এর দর্শণ এবং সমগ্র বিশ্বের কল্যান ও শান্তির জন্য প্রার্থনা করলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রধান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

যুদ্ধ বিরোধী গণমিছিলের ডাকে উত্তপ্ত মধ্য কলকাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আমেরিকার মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হলেও সীমান্তে উত্তেজনার পারদ এখনও বিদ্যমান। এমন পরিস্থিতিতে সোমবার বিকেলে একটি গণ সংগঠনের তরফে কলকাতা শহরে 'যুদ্ধ উন্মাদনা বিরোধী' গণ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, মিছিল শুরুর কিছু পরেই সেখানে উপস্থিত হয়ে কালি ছেটায় বিজেপির কিছু কর্মী, সমর্থক। এঁদের নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার বিকেলে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে কলকাতার মৌলালি এলাকায়। এরপর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ দু'পক্ষকেই আটক করে।

সূত্রে খবর, এদিন কলকাতার মৌলালি মোড় থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত একটি গণ সংগঠনের তরফে 'যুদ্ধ উন্মাদনা বিরোধী' গণ মিছিলে ডাক দেওয়া হয়েছিল। মিছিলে উপস্থিত মানুষজন নিজেদেরকে শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ হিসেবে দাবি করে যুদ্ধের তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁদের কথায়, যুদ্ধর মাধ্যমে কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে না। বরং এর মধ্যে দিয়ে দু'দেশের বহু প্রাণহানির ঘটনা ঘটবে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মিছিল শুরুর পরই দেশের জাতীয় পতাকা নিয়ে সেখানে হাজির হন বিজেপির একাংশ নেতা, কর্মী। তাঁরা মিছিলে অংশ নেওয়া লোকজনকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' আখ্যা দিতে থাকেন। অভিযোগ, উদ্যোক্তাদের গায়ে কালিও ছেটানো হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়। এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, মিছিলকে কেন্দ্র করে আগে থেকেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী উপস্থিত ছিল। ফলে গোলমাল বড় আকারের ধারণ করার আগেই প্রথমে বিজেপি নেতা, কর্মীদের আটক করে পুলিশ। পরে হঠাত বচসা থেকে উত্তেজনা তৈরি হওয়ার কারণে মিছিলের লোকজনকেও আটক করা হয়। প্রিজন ভ্যানে বসে বিজেপি নেতা সজ ঘোষের অভিযোগ, 'বাংলার মধ্যেই বহু পাকিস্তানি প্রেমী রয়েছেন। যাঁরা ভারতের ভাল চান না। এদেরকে চিহ্নিত করা জরুরি।'

যৌনপল্লিতে এটিএম কার্ড হাতিয়ে লুট

নিজস্ব প্রতিবেদন: যুবককে ঘরের ভিতর আটকে এটিএম কার্ড হাতিয়ে লক্ষাধিক টাকা লুঠ। ঘটনাস্থল উত্তর কলকাতার বড়তলা এলাকার যৌনপল্লি। গ্রাহকের অভিযোগের ভিত্তিতে দুই যৌনকর্মীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। একইসঙ্গে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, শনিবার মুর্শিদাবাদের ফারাক্কার বাসিন্দা এক যুবক বড়তলার সোনাগাছির যৌনপল্লিতে যান। যুবকের অভিযোগ অনুযায়ী, সেখানে তাঁকে একটি ঘরের ভিতর নিয়ে যাওয়া হয়। ঘরের ভেতর যুবককে আটকে রেখে তাঁর উপর হামলা চালানো হয়। বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয় দরজা। তাঁর কাছ থেকে বিপুল টাকা তোলা চাওয়া হয় বলে অভিযোগ। যৌনকর্মীদের ওই যুবক জানান, নগদ টাকা তাঁর কাছে নেই। নগদ টাকা না পেয়ে যৌনকর্মীরা তাঁর কাছ থেকে এটিএম কার্ড হাতিয়ে নেয়। তিনি যে যৌনপল্লিতে এসেছেন, তা বাড়িতে জানিয়ে দেওয়া হবে বলে ব্ল্যাকমেল করতে থাকে।

খড়দার শ্যামসুন্দর জিউ মন্দিরে ফুলদোল উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিল্পাঞ্চলের বুকে অন্যতম প্রাচীন জনপদ হল খড়দা। সেই জনপদের অবস্থিত বহু প্রাচীন শ্যামসুন্দর জিউ মন্দির। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের স্মৃতি বিজড়িত খড়দার এই শ্যামসুন্দর জিউ মন্দিরে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও বৈশাখী পূর্ণিমায় সাড়ম্বরে পালিত হল ফুলদোল উৎসব। সোমবার ফুলদোল উৎসব উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তরা সমবেত হয়েছিলেন।

তাছাড়া ফুলদোল উৎসব উপলক্ষে এদিন মন্দিরে বিশেষ পুজোর আয়োজনও করা হয়েছিল। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত বিশ্বনাথ মহাপাত্র বলেন, প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমায় লীলা উৎসব হয়। এটাকে ফুলদোল উৎসব বলা হয়। ফুলদোল উৎসব উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গনে ভক্ত সমাগমও হয়।

ধর্ষণকারীকে ধরতে কলকাতায় এসে আক্রান্ত তামিলনাড়ু পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: তামিলনাড়ুতে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের পর পলাতক পরিযায়ী শ্রমিক। অন্তঃসত্ত্বা ওই নাবালিকার অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতায় হানা দেন তামিলনাড়ু পুলিশ আধিকারিকেরা। তবে হানা দিতেই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের হাতে আক্রান্ত হতে হয় তামিলনাড়ু পুলিশের আধিকারিকদের। শেষ পর্যন্ত ১০০ ডায়ালেই বাঁচল তাঁদের প্রাণ। কলকাতা পুলিশ উদ্ধার করে ওই আধিকারিকদের। পূর্ব কলকাতার এন্টালি থানা ও তামিলনাড়ুর তিরুপ্পুর জেলা পুলিশের যৌথ অভিযানে গ্রেপ্তার হয় আব্বাস বৈদ্য নামে ওই পরিযায়ী শ্রমিকও।

কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার হঠাৎ-ই একটি ফোন আসে ১০০ ডায়ালে। এক ব্যক্তি নিজেকে তামিলনাড়ু পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর পরিচয় দিয়ে লালবাজারের কন্ট্রোল রুমে ফোন করেন। তিনি জানান, তামিলনাড়ুতে এক নাবালিকাকে ধর্ষণ তথা পকসো মামলায় পলাতক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে এসে শিয়ালদা স্টেশনের কাছে তাঁদের ঘিরে ফেলা হয়েছে। তাঁদের উপর শুরু হয়েছে হামলা। তাঁরা অভিযুক্তকে ধরে ফেলেছেন। কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে অভিযুক্তকে কেড়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এই তথ্য পেয়েই লালবাজারের পক্ষ থেকে এন্টালি থানাকে বিষয়টি জানানো হয়। এন্টালি থানার পুলিশ আধিকারিকরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থল গিয়ে হামলাকারীদের 'চক্রব্যূহ'র মধ্যে থেকে তামিলনাড়ু পুলিশের বাহিনীকে বের করে নিয়ে আসেন। সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয় ধৃত আব্বাস বৈদ্যকেও। তামিলনাড়ু পুলিশের কাছ থেকে কলকাতা পুলিশের আধিকারিকরা জানতে পারেন যে, পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে আব্বাস কলকাতা থেকে অনেকের সঙ্গে গিয়েছিল তামিলনাড়ুর তিরুপ্পুরে। তাঁদের মধ্যে এক ১৪ বছর বয়সের নাবালিকার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয় এই রাজ্যেরই অন্য এক পরিযায়ী শ্রমিকের। আব্বাস বৈদ্য তার পরিচিত ওই যুবকের সঙ্গে নাবালিকাকে একটি নির্জন জায়গায় ঘনিষ্ঠ হতে দেখে। একটু দূর থেকে নিজের মোবাইলে সেই দৃশ্য তুলে নেয় সে। এরপর থেকে আব্বাস ওই ভিডিওটি নাবালিকাকে ডেকে দেখিয়ে তাঁকে ব্ল্যাকমেল করতে থাকে। সে নাবালিকাকে কুপ্রস্তাব দেয়। নাবালিকা তাতে রাজি না হলে সেই ভিডিও সোশাল মিডিয়া ও তার অভিভাবকদের কাছে ছড়িয়ে দেবে বলে জানায়। এরপর বাধ্য হয়ে নাবালিকা বিভিন্ন জায়গায় যায়। সেই সুযোগেই আব্বাস তাকে একাধিকবার ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এর মধ্যেই নাবালিকা অসুস্থবোধ করতে থাকে। অভিভাবকরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা জানান, ওই কিশোরী চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা। হাসপাতালের পক্ষ থেকে তামিলনাড়ুর চাইল্ড লাইনে অভিযোগ জানানো হয়। চাইল্ড লাইনের আধিকারিকরা তিরুপ্পুরের পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে কিশোরীকে প্রশ্ন করতেই সে আব্বাসের কুকীর্তি সামনে নিয়ে আসে। তার অভিযোগের ভিত্তিতে পকসো আইনে মামলা শুরু হয়। পুলিশ তদন্ত করে জানতে পারে যে, অভিযুক্ত আব্বাস ও কিশোরীর সঙ্গে যার সম্পর্ক রয়েছে, তারা দু'জনই পলাতক।

বিদ্যুৎ বিপ্লবের পথে বাংলা, আসছে নব শক্তিনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০৩৫ সালের মধ্যে রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদা পৌঁছাতে পারে প্রায় ২৪,৭৫০ মেগাওয়াটে। বিদ্যুৎ চাহিদার এমন প্রবল সম্ভাবনার মুখে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকার আনতে চলেছে একটি যুগান্তকারী শক্তি নীতি। বিদ্যুৎ দপ্তরের অধীনে গঠন হচ্ছে বিশেষ পরিকল্পনা ইউনিট, যার কাজ হবে দীর্ঘমেয়াদি শক্তি নিরাপত্তা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির পথরেখা নির্ধারণ। বর্তমানে রাজ্যে ৮,২৪৪ মেগাওয়াট কয়লা-ভিত্তিক চুক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। পরবর্তী দশকে সেই ক্ষমতা বাড়িয়ে ১৪,১৪৮ মেগাওয়াট করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ১,৬০০ মেগাওয়াটের একটি 'গ্রিনফিল্ড' প্রকল্পের টেন্ডার শেষ। তিনটি অন্য প্রকল্পও রয়েছে পরিকল্পনায়। তবে শুধু উৎপাদন নয়, বিদ্যুৎ বণ্টন পরিকাঠামো, ডিসকমগুলির পারফরম্যান্স ও ভবিষ্যতের বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তিও খতিয়ে দেখা হবে নতুন নীতিতে। লক্ষ্য, স্বল্প খরচে অধিক উৎপাদন ও শিল্পক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ। বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে দেউচা-পাচামি প্রকল্প। এই প্রকল্প সফল হলে ভবিষ্যতে জ্বালানির ঘাটতি হবে না। কেন্দ্রীয় নির্দেশ মেনে রাজ্য প্রস্তুত করছে একটি 'কার্বন মার্কেট'-এর খসড়াও। পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিনিয়োগে উৎসাহ দিতেই এই পরিকল্পনা। এক শীর্ষ আধিকারিক জানালেন, 'বিদ্যুৎ খাত শুধুমাত্র উৎপাদনের বিষয় নয়, এর সঙ্গে যুক্ত রাজ্যের অর্থনীতি, শিল্প ও সাধারণ জীবনযাত্রা। সেই কারণেই প্রয়োজন শক্তি খাতের কাঠামোগত সংস্কার।' সব মিলিয়ে, রাজ্য এবার ভবিষ্যতের বিদ্যুৎ চাহিদা মোকাবিলায় নির্ভরযোগ্য, পরিবেশবান্ধব ও দীর্ঘস্থায়ী শক্তিনীতির দিকেই এগোচ্ছে।

ত্রুটি সংশোধন অভিযানে জোর আলিমুদ্দিনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পার্টিতে 'ত্রুটি সংশোধন' অভিযানে আরও জোর দিতে চাইছে আলিমুদ্দিন। এদিকে আবার দলের একাধিক নেতার বিরুদ্ধে মহিলাঘটিত অভিযোগ উঠছে। এই অভিযোগের জেরে কাউকে পদ থেকে সরাতে হচ্ছে, কাউকে করতে হচ্ছে বহিষ্কার, কাউকে আবার সাসপেন্ড করে তদন্ত চলছে। তবে এটা ঠিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুখ পুড়ছে আলিমুদ্দিনের। তাই এবার পার্টি সদস্যদের কমিউনিস্ট মূল্যবোধ, নীতিবোধ রক্ষার স্বার্থে ফের নতুন করে বার্তা দিতে হচ্ছে বঙ্গ সিপিএমকে। আর এখানেই পার্টির একাংশের প্রশ্ন, পার্টির নিরন্তর ত্রুটি সংশোধন অভিযান পর্যালোচনায় ঘাটতি দেখা যাচ্ছিল কি না তা নিয়ে।

এদিকে আবার কয়েকদিন আগেই সিপিএম তাদের পার্টির চিঠিতে লিখেছে, সর্বদা পার্টির অভ্যন্তরে 'ত্রুটি সংশোধন' অভিযান পরিচালিত হয়। এই প্রক্রিয়া কত যত্ন সহকারে পরিচালিত হচ্ছে, ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটছে কি না এটাও দেখা দরকার। পার্টির চিঠিতে বলা হয়েছে, বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করতে গিয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয়, নীতিহীনতা, দুর্নীতি, চারিত্রিক অধঃপতন নিরন্তর ঘটে চলছে। এসবের প্রভাব পার্টিতে পড়ছে না, এই দাবি করা যায় না। সেই জন্য কমিউনিস্ট মূল্যবোধ, নীতিবোধ রক্ষা করে চলা প্রতিটি সদস্যের অবশ্য কর্তব্য। বর্তমানে পার্টির একাধিক নেতার বিরুদ্ধে মহিলাঘটিত অভিযোগ প্রকাশ্যে আসায় অস্বস্তিতে পড়ে আলিমুদ্দিন। মহিলাঘটিত

অভিযোগের জেরে জেলা সম্পাদক পদ থেকে সরানো হয় প্রাক্তন মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষকে। তারপর সদ্য রাজ্য সম্মেলনে রাজ্য কমিটি থেকেও বাদ পড়েন সুশান্ত। পার্টির উত্তর ২৪ পরগনা জেলার প্রভাবশালী নেতা তন্ময় ভট্টাচার্য বর্তমানে সাসপেন্ড। এক মহিলা সাংবাদিককে হেনস্থার ঘটনায় পার্টির আভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি সাসপেন্ড করেছে তন্ময়কে। জুন মাসেই শেষ হচ্ছে তন্ময়ের ছ'মাসের সাসপেন্ডের সময়সীমা। তারপর উত্তর ২৪ পরগনার এই সিপিএম নেতার বিরুদ্ধে পার্টি কী অবস্থান নেয়, সেটাই দেখার। আবার মুর্শিদাবাদের এক মহিলা নেত্রীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাক্তন সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরীকে সম্প্রতি বহিষ্কারও করেছে সিপিএম। আবার সদ্য রাজ্য কমিটির সদস্য হওয়া কলকাতার এক সিটু নেতার বিরুদ্ধেও মহিলাঘটিত অভিযোগ উঠেছে। তার কিছু ছবি ও কথোপকথন স্যোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ায় অস্বস্তিতে পড়ে আলিমুদ্দিন। পাশাপাশি দলের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের কলকাতা জেলার সদ্য নির্বাচিত সভাপতির বিরুদ্ধেও শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ রয়েছে। দলের নেতাদের বিরুদ্ধে মহিলাঘটিত অভিযোগ ওঠায় তৃণমূল ও বিজেপির কটাক্ষের মুখে পড়তে হচ্ছে সিপিএমকে। মনে করা হচ্ছে, পার্টির মধ্যে ত্রুটি সংশোধনের কাজ আরও কঠোরভাবে করতে চাইছে আলিমুদ্দিন।

দিঘায় জগন্নাথ মন্দির দর্শনে যেতে পারেন সুকান্ত, জানালেন কুণাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিঘায় জগন্নাথদেবের মন্দির দর্শন করতে খুব শীঘ্রই যাবেন সুকান্ত মজুমদার নামে এক সাংসদ, এমনটাই কানাঘুষো খবর। নিজের সামাজিক মাধ্যমে এইভাবেই খোঁচা দিয়ে পোস্ট করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তিনি লেখেন,'সুকান্ত মজুমদার দল পূর্ব মেদিনীপুরে একটি কর্মসূচি নিচ্ছে। সেই উপলক্ষ্য করে গিয়ে ফেরার পথে প্রভুকে দর্শন করে আসবেন।' তারপর 'স্টার' প্রতীক দিয়ে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন, 'যদি যান, বুঝবেন খবর ঠিক। যদি না যান, বুঝবেন তাহলেও খবর ঠিক। আগাম জানাজানি হওয়ায় আপাতত স্থগিত।'

প্রসঙ্গত, দিঘার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের দিনই প্রভু দর্শনে গিয়েছিলেন বিজেপি নেতা দিলীপ

ঘোষ। সাক্ষাৎ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। আর তা নিয়ে ঝড় বয়ে যায় রাজ্য রাজনীতিতে। দলের মধ্যেই ক্ষোভের শিকার হন দিলীপ ঘোষ। দিলীপের বিরুদ্ধে বিষোদগার দলেরই একের পর এক বিজেপি নেতার। দলেই দিলীপের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক। এমনকি দিলীপের বিরুদ্ধে হেঁটেছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও। তাঁর বক্তব্য ছিল, 'মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দিলীপ ঘোষের সাক্ষাৎ দল অনুমোদন করে না। মুর্শিদাবাদে যেভাবে হিন্দুদের অত্যাচার হয়েছে, তারপর ওখানে যাওয়া মানে হিন্দুদের অবজ্ঞা করা। আমরা পার্টি থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমরা যাব না। আমাদের অনেকেরই আমন্ত্রণ ছিল। উনি ব্যক্তিগতভাবে যেতেই পারেন।' এদিকে, দিলীপ ঘোষ যে সঠিক কাজ করেছিলেন, দলের অন্যান্য নেতারাও ভবিষ্যতে এই পথেই হাঁটতে পারেন, তার আঁচ আগেই দিয়ে রেখেছিলেন সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। এবার কুণালের এই কটাক্ষ নিয়ে চলছে বিস্তর জল্পনা। যদিও এই নিয়ে সুকান্ত মজুমদারের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সম্পাদকীয়

সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে বৃত্তিহীন ক্ষুধার্ত জনগোষ্ঠীর হাতে সুকৌশলে বন্দুক ধরানোটা সহজ

বহু বছর পরে কাশ্মীরে পর্যটনের আবহ স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল। তা নষ্ট হয়ে গেলে কর্মহীনতার যে শূন্যতা তৈরি হবে, সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি লোকসংগ্রহের সুযোগ হিসাবে তার ব্যবহার করবেই। কাশ্মীর যদি ভারতের মূলস্রোতে মিশতে না পারে, এবং স্বাভাবিক জীবিকার সুযোগ তৈরি না হয়, তবে সমস্যার সমাধান কখনওই সম্ভব হবে না। অবস্থার উন্নতি হলে ভারত সরকার একটি নিরাপদ ভ্রমণ প্যাকেজের ব্যবস্থা করতে পারে। পর্যটকেরা আগে থাকতে ট্রিপ বুক করবেন, জনাপঞ্চাশেকের এক-একটি দলে তাঁদের ভাগ করা হবে। সকলে বিভিন্ন জায়গা থেকে কাশ্মীরে এলে, তাঁদের বিমানবন্দর বা অন্য কোনও স্থান থেকে নিয়ে বিশেষ বাসে চড়ে ক'দিন ঘুরিয়ে আবার বিমানবন্দর বা কাঙ্ক্ষিত নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনী থাকবে; এতে অতর্কিত আক্রমণের সুযোগ থাকবে না। এতে কাশ্মীরের পর্যটন কিছুটা হলেও বাঁচবে এবং প্রধান কেন্দ্রগুলো সেনার নজরেও থাকবে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পর্যটন-উদ্ভূত আয় যা হতে পারত, তা হয়তো হবে না, কিন্তু বন্ধ হওয়ার চেয়ে তো ভাল। কাশ্মীরবাসীর কাছে এই বার্তা পৌঁছবে যে ভারত সরকার তাঁদের দিনান্তে রুটির ব্যবস্থা করতে তৎপর। সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে বৃত্তিহীন ক্ষুধার্ত জনগোষ্ঠীর হাতে সুকৌশলে বন্দুক ধরানোটা সহজ। এই ব্যবস্থায় সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোও টের পাবে যে কাশ্মীরে তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে না। দায়িত্বশীল ও অপ্রতিহত রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসাবে ভারত পৃথিবীর সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবে।

শব্দবাণ-২৭২

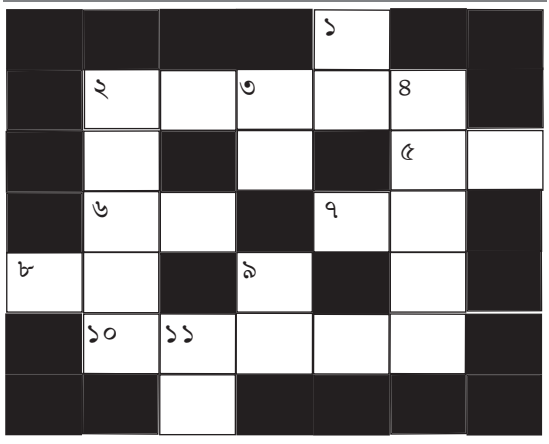

■	■	■	■	১	■	■
■	২		৩		৪	■
■		■		■	৫	
■	৬		■	৭		■
৮		■	৯	■		■
■	১০	১১				■
■	■		■	■	■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. পাহাড়ি অঞ্চলের একধরনের ফুল ৫. সবাক ছায়াচিত্র ৬. দরিদ্রপল্লি ৭. আড়ি নয় ৮. থাকিলে — খানা হবে কচুরিপানা ১০. জলে নেমে খেলা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. স্বেদ ২. জুয়াচোর, প্রবঞ্চক ৩. উপাখ্যান ৪. যাত্রীদের জিনিসপত্র ৯. সূর্য ১১. সুবিধামতো স্থানে অবস্থান।

সমাধান: শব্দবাণ-২৭১

পাশাপাশি: ১. আমলা ৩. কোলন ৫. বরেণ্য ৬. শম্বর ৭. ক্ষেপক ৯. বিশ্বপা ১১. জড়ানি ১২. করোটি।

উপর-নীচ: ১. আজব ২. লাবণ্য ৩. কোশিশ ৪. নজর ৭. ক্ষেত্রজ ৮. কলোনি ৯. বিপাক ১০. পালটি।

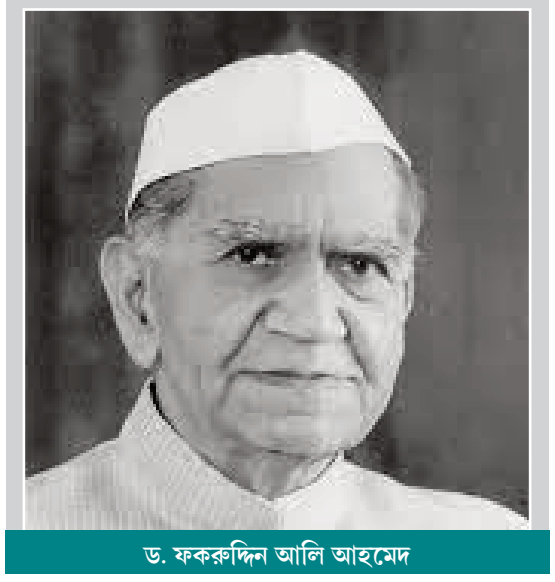

জন্মদিন

আজকের দিন

ড. ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ

১৯০৫ *ভারতের ৫ম রাষ্ট্রপতি ড. ফকরুদ্দিন আলি আহমেদের জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক গুরু পন্ডিত রবিশঙ্করের জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কৈলাস বিজয়বর্গীয়র জন্মদিন।*

বিশ্বাসঘাতকতায় কঠোর হামলা চাই

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

বলছি পাকিস্তান নিয়ে। ভুল বললাম। বলছি জঙ্গিস্তান নিয়ে। জঙ্গি নির্ভর যে দেশ তাকে জঙ্গিপুর বা জঙ্গিস্তান না বলে কোনো উপায় নেই। সাথে যোগ করলাম গাদ্দার। কারণ অনেক চেষ্টা চরিত্র করে ও আমেরিকার কাছে দারস্ত হয়ে ১০ ই মে বিকেল ৩.৩৫ মিনিটে জানা যায় দু' মধ্যে কথা হয়ে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা হচ্ছে বিকেল ৫ টা থেকে। গ্রামের মোড়লের মতো আমেরিকা ত্রাতা হিসাবে এগিয়ে আসে। কিন্তু গাদ্দার কখনও তার স্বভাব পরিবর্তন করতে পারে না। ৮১৫ মানে তিনঘন্টা সামান্য পরে আবারো তারা মিসাইল ড্রোন আক্রমণ শুরু করে দিলো সেই দিনেই। মানে প্রমাণ হল সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পেয়ে ভয় না পাওয়া দেখানোর দেশ এই জঙ্গিস্তান। মানে পাকিস্তান। ওরা কি চাই ওরাই তা জানে না। কে ওদের পক্ষকে সমর্থন করে তাও বুঝি না। নূন্যতম শিক্ষা, রুচি, সভ্যতা থাকলে একটা দেশ কখনও এটা করতে পারে না। ওরা সব হারানোর রাস্তায় হাঁটছে। ওরা কি ভাবছে ভারতের গোলকিপার শুধু ভালো যে দারুন সেভ করে নেবে। আমি আমাদের ইয়ার ডিফেন্সের কথা বলছি। আমাদের দেশের অজস্র জায়গায় মিসাইল,ড্রোন অ্যাটাক আমরা মুহূর্তে ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছি এই ইয়ার ডিফেন্সের মাধ্যমে। যেটা আবার ভারতেরই তৈরি। সুতরাং ধার করতে যেতে হবে না অন্য দেশে। আমাদের অনেকের মনে হয়েছিল ভারত এগিয়ে সমঝোতায় এলো কেনো। আসলে ভারতের সাথে সহনশীলতার ট্যাগ লাগানো আছে। আর যুদ্ধ তো আসলে সামগ্রিক ক্ষতিই... তাই না?

একটু ফ্ল্যাশব্যাকে যাই । শুরুটা তোমরাই করেছিলে। কাশ্মিরে পহেলগাঁও এ। নিরীহ পর্যটক মেরে। ২২ শে এপ্রিল ২৫ এর দুপুরে। সাধারণ পর্যটকদের মেরে তোমরা বীরত্ব দেখিয়েছিলে। ভুল বললাম। হিন্দু পর্যটকদের টার্গেট করে মেরে তোমরা জয়োল্লাস করেছিলে। তারপর ভারত কিছু সময় চুপ ছিল। বলেছিল তোমাদের চার জঙ্গিকে আত্ম সমর্পন করতে। তা তো করা হল না, উল্টে হুংকার ছুঁড়তে লাগলে। এই সময়ে ভারতকে নিজের দেশেই সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। বাট উনি মোদী। প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকানোর কাজ করছিলেন তিনি। ডাকলেন সর্বদল বৈঠক। হলো তিন সেনা প্রধানের সঙ্গে কথা। হলো দফায় দফায় উচ্চপর্যায়ের বৈঠক। ৭ ই মে ভারত বুঝিয়ে দিলো তারা কি করতে পারে। পাকিস্থানের ৯ টি জঙ্গি সংঘটন কে ধুলিস্যাৎ করে দিল। অনেক জঙ্গি বীর বাহাদুরের পরিবার নিহত হলেন। কাকে বলে উপযুক্ত জবাব তা বুঝিয়ে দিলেন মোদীর ভারত। যে সিঁদুর মুছে দিতে পাকিস্তান তাদের জঙ্গি সংঘটন কে কাজে লাগিয়েছিলেন, সেই নামেই করলেন সিঁদুর অপারেশন। আর্মি, এয়ারফোর্সের দুই মহিলা অফিসার কর্নেল সোফিয়া খুরেশী ও কমান্ডার বোমেকা সিং মাঠে নামলেন।

হ্যাঁ, সিঁদুর নিয়ে গুরুত্বের কথায় আসি। তো বলবার বিষয় হলো আমরা আমাদের দেশে সিদুরের গুরুত্ব অনেক। আমাদের দেশ সভ্যতার দেশ। আমরা এখানে মা'কে পুজো করি। আমাদের দেশে মা দুর্গার নাম নিয়ে শুভ কাজ শুরু করা হয়। আমাদের দেশে মেয়েকে বাবারা শুধুমাত্র সন্তান হিসাবে নয়, দেখে লক্ষ্মী হিসাবে। আমাদের দেশেরই নারী প্রীতিলতা,মাতঙ্গিনী, রানি দুর্গাবতী। আমাদের দেশেই জন্মে গার্গী, অপলা, ক্ষণার মত অজস্র নারী। তাই আমাদের সিঁদুরের দাম ওদের দিতেই হবে। হবেই। হ্যাঁ, পুলওয়ামা, উড়ির থেকেও

ভয়ংকর এবার অপারেশন সিঁদুর। কি করবেন পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রী তা ভেবে কুল পাচ্ছেন না। কিন্তু তাও দমছে না। মনে করছে অ্যাটাক ইস দি বেস্ট থিয়োরি। কিন্তু তা কি হয়! ওরা এটাও জানে না ওরা কিছু জানে না। সারা বিশ্ব নিন্দা করছে। হাসছে। তবু ওদের লজ্জা হয় না। আমরা এর আগেও এমন অচলাবস্থা নওয়াজ শরীফ, ইমরান খানের সময় দেখছি। দেখেছি সন্ত্রাসকে কিভাবে তারা জন্ম দেয়। কিন্তু এবারেরটা একটু হয়েছে জোরে। মানে ভারতের আঁতে লেগেছে। জঙ্গি হামলায় বেছে বেছে হিন্দু নিধন করা হয়েছে। 'কলমা 'পড়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কেন আমি আমার নিজেরই প্রান্ত ঘুরতে গিয়ে পাকিস্তানের জঙ্গি হামলায় পড়ব? এটা কি সম্ভব? না, সম্ভব নয়। তাই এই উপযুক্ত জবাব। আর বেইমানি র পর জমছে খেলা।

কিছুতেই আমাদের সঙ্গে পারছে না পাক। তাই সিভিলিয়ান দের উপর হামলা করছে। একটা বেলজ্জ জাতি। আমরা ওদের শুধুমাত্র অজস্র জায়গায় প্রত্যাঘাত করেছি তাই নয়, আমরা ওদের এই লেখা অবধি চারটি ইয়ারবেশ-- নুরখান, সক্কুর, মুরিদ এবং রফিদি তছনছ করে দিয়েছি। কিন্তু ওদের টার্গেট সেই সিভিলিয়ান। জ্রঞ্জঙ্খ এর উপর থেকে বিনা প্ররোচনায় গুলি চালাচ্ছে পাকিস্তান। পাঞ্জাবের ফিরোজপুর,জম্মু, রাজৌরীতে আমাদের ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে। যখন পাকিস্তান কিছুই করতে পারছে না তখন তিনটি টার্গেট তারা করছে। ১ সিভিলিয়ান দের উপর আঘাত। ২ স্পর্শকাতর জায়গা মানে মন্দির মসজিদ ইত্যাদি ধংস করা এবং ৩ আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের শক্তি দেখানো।

কিন্তু এসব করে কি কোনো লাভ হচ্ছে? কারণ আমরা ইতি মধ্যে শ্রীনগর থেকে রাজস্থান অবধি ড্রোন, লঞ্চ প্যাড সব কিছু ধংস করেছি। শুধু ইযার ডিফেন্স সিস্টেমে বুঝিয়ে দিয়েছি কোনো ড্রোন,মিসাইল সক্রিয়ভাবে ভারতের মাটিতে ছুঁতে পারছে না। আমরা এখনো অবধি কেবল সেনা ঘাটিকে ধ্বংস করতে এগিয়েছি। তা সে হোক না রাওয়ালপিন্ডি, শিয়ালকোট, উদ্ধমপুর, পাঠানপুর এর মত বহু ক্ষেত্র। এখনো অবধি আমরা সেই জঙ্গি ঘাঁটি কে টার্গেট করেছি যেখানে কোনো বিরাট জনবসতি বা কোনো স্পর্শকাতর জায়গা বা কোনো হাসপাতাল না হয় তা দেখে। কিন্তু কতক্ষন রক্ষা করা যাবে জানি না। কারণ ভারত এখনো সেই ধরনের অ্যাটাকের জায়গায় যায়নি যেখানে একটা বিপুল মানুষের ক্ষতি হয়। কারণ ভারত একটা সমজদার দেশ। একটা উন্নিতোশীল দেশ। একটা পারমাণবিক শক্তিশালী দেশ। যেখানে অপেক্ষাকৃত ছোট শক্তিধর দেশকে অ্যাটাক করতে গিয়ে তাদের সামগ্রিক ভাবনাকে ভাবতে হয়। আর পাকিস্থানের এটা কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না যে পুরোদস্তুর যুদ্ধ হলে ভারতের মতো শক্তিশালী দেশের কিছু হবে না। সামান্য হলেও তারা সেই ক্ষয়ক্ষতি ঠিক সামলে নিতে পারবে। কিন্তু তাদের মত ছোট দেশের কি হবে! কি করে সামলাবে? এমনিতেই তারা আত্তারি তে ভুগছে,মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে আকাশছোঁয়া। আবার এই বেইমানির পর আন্তর্জাতিক চাপে যদি সব কিছু বন্ধ হয়ে যায় তবে তা সামলানো সম্ভব হবে তো পাকিস্তানের?

আর সূত্রের খবর ঠিকমতো ভারতের সাথে পাকিস্তানের যুদ্ধ বাঁধলে তাদের আর ঠিক ৯৬ ঘণ্টার যুদ্ধের সরঞ্জাম মজুত আছে। তারপর? তবে ভারতের রণকৌশল কি? না, ভারত তা ব্যক্ত করবে না। তবে মনে করা যেতে পারে ভারতের লক্ষ্য ওদের সেনা ঘাঁটি নির্ণয় করে তা বিনষ্ট করা ও মূল যোগানের উৎসস্থল খোঁজা। পরের কথা পরে ভাববে আমার দেশ। যদি পাকিস্তানের এই মীরজাফর মনোভাব থাকে তবে তাদের কপালে শনি নাচছে। শুধু দৃঢ়তার সাথে একথা বলতে পারি — বাড়াবাড়ি করলে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে পাকিস্তানের নামটি মুছে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে ভারত। কি মানবেন তো?

মতামত: লেখকের ব্যক্তিমতে বর্ণিত
লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

যুদ্ধ বিরতিতে, বিরতি আমরা কি চাই?

কাজি মাসুম আখতার

'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' বাস্তবেই ভাল ! কিন্তু শ্মশানের শান্তি ভালো নয়। অসম্মানের শান্তিও ভালো নয় ! বিশেষ করে ভারতের মতো পৃথিবীর অন্যতম শক্তিধর রাষ্ট্রের জন্য তো নয়ই ! ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদ্যোগে দুই দেশ যুদ্ধ বিরতি ঘোষণায় পর সবচেয়ে সৌভাগ্যের সুফল পেয়েছিল পাকিস্তান। কিন্তু এই সুযোগ ওরা হেলায় হারাল ! বিস্ময়কর উদাহরণ তৈরি করল দুর্বলের দৌরাত্ম্যের ! তাই মাত্র তিন ঘণ্টা যুদ্ধ বিরতির পর বিনা প্ররোচনায় চুক্তি ভেঙে গতকাল রাত দশটা পর্যন্ত ভারতের একাধিক জায়গায় বোম্বিং করার চেষ্টা করল।দেখে হামাসের কথা মনে পড়ছিল ! মনে পড়ে পশ্চিমবঙ্গে অসম্ভব দুর্বল 'দুধেল গাই'দের অদ্ভুত শক্তি প্রদর্শনের অপচেষ্টার করে বার বার দেগে যাওয়ার কথা । হ্যাঁ -- একটু তলিয়ে দেখলে আমরা বিস্ময়কর মিল খুঁজে পাবো ! ইসলাম তো নিজেদের সাড়ে সর্বনাশ করে পিপীলিকার ডানা গজানোর শিক্ষা দেয় নি ! দেশের দরিদ্র আম জনগণের উপর যুদ্ধের বোঝা চাপিয়ে গাজার জনগণের মতো ওদের সর্বস্বান্ত না করা পর্যন্ত যেন বিরাম নেই পাকিস্তানের আত্মঘাতী সরকার তথা সেনাবাহিনীর !

তবে ভারতকে মনে রাখতে হবে -- চিন তো নয়ই, এমনকী, আমেরিকাও ভারতের বিশ্বস্ত মিত্র হওয়ার উপযুক্ত নয় ! বিশেষ করে মিত্র ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক নিদারুণ অসম্মানজনক ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ব্যবহার যেন ভুলে না যাই! ওরা বেনিয়ার জাত ! অস্ত্র বেচা ওদের মূল আয় ! যুদ্ধ না হলে বাজার যে মন্দা যাবে ! ওরা ভারত,পাকিস্তান বা শান্তি -- কারও বন্ধু নয় ! ওরা কেবল স্বার্থের বন্ধু ! পাকিস্তান শান্তি চুক্তি লঙ্ঘন করে ভারতের কোর্টে বল ঠেলে দিয়েছে ! মনে হয় এর পিছনেও আন্তর্জাতিক বড় চক্রান্ত আছে ! হ্যাঁ — ভারতকে অসম্মানিত করে আরও বড় যুদ্ধে প্ররোচিত করার ! লক্ষ্যণীয় যে,এই প্রচেষ্টায় শুধু মোদি নয় ! এই চুক্তি লঙ্ঘনে ডোনাল্ড ট্রাম্পও অসম্মানিত হয়েছে ! এক্ষেত্রে তারাও তো পাকিস্তানের উপর আর্থিক,কূটনৈতিক, সামরিক পদক্ষেপ নিতে পারে ! কিন্তু নেবে বলে মনে হয় না !

সুতরাং 'বল বল নিজের বল' -- এই নীতি নিয়ে ভারতকে শুধু সামরিক নয় ,সব ধরনের যুদ্ধে জয়লাভ করতে হবে । সেই ক্ষমতা ভারতের আছে । শুধু চাই গোটা দেশবাসীর ঐক্যবদ্ধতা। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। বলিষ্ঠ রণনীতি ও কৌশল ! আর সুগভীর দেশপ্রেম ! মনে পড়ে-- দুর্বল ভিয়েতনাম কেমন করে শক্তিমান আমেরিকাতে একদা দৌঁড় কাটিয়েছিল ? সেখানে পাকিস্তান তো চুনোপুঁটি ! আমার কাছে সেই লক্ষ্য শুধু জঙ্গীদের মেরে ধ্বংস করা নয় । যতই হত্যা করা হোক না কেন,বাস্তবে জঙ্গী বা সন্ত্রাসীদের রক্তবীজ ভয়ঙ্কর ! এরা সহজে যাওয়ার নয় ! মনে রাখতে হবে -- লাদেনদের শায়েস্তা করতে তালিবানদের ধ্বংস করার নামে আফগানিস্তানে আমেরিকা এক যুগ ধরে কত লম্ফঝম্প করল। কত নিরীহ মানুষ মরল, আফগানিস্তানে কি নিদারুণ ক্ষতি হল । আমেরিকারও বিপুল আর্থিক, সামরিক ক্ষতি হল। অবশেষে মার্কিন জনগণের একাংশের চাপে আমেরিকা ঐ তালিবানদের হাতেই আফগানিস্তানের রাজ ক্ষমতা হস্তান্তর করে এক কথায় মুক্তি পেল !

বিস্ময়কর যে,এই মুহুর্তে সেই তালিবান সরকার পাকিস্তানের শত্রু আর ভারতের বন্ধু! মনে রাখতে হবে,এই জঙ্গীরা পাকিস্তানের মতো জঙ্গী রাষ্ট্রও তৈরি করতে পারে ! জানি, ভারত গোটা পাকিস্তানকে ভারতের দখলে নিয়ে বিষাক্ত পয়জনকে শরীরে লালন করবে না । তবে ভারত পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে পাকিস্তানের কবল থেকে কেড়ে নিয়ে ভূস্বর্গকে সম্পূর্ণতা দিতে পারে। এই চেষ্টা কোনওভাবেই অনৈতিক নয় -- কারণ পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে পাকিস্তান এই যুদ্ধ ভারতের উপর চাপিয়ে দিয়েছে ! এই যুদ্ধে সব মিলিয়ে ইতিমধ্যে ভারতের কয়েক লক্ষ কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে । জানি না, আরও কত খরচ হবে ।এই ক্ষতির সম্পূর্ণ দায় পাকিস্তানের । মনে রাখতে হবে -- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পরাজিত যুদ্ধবাজ জার্মানির উপর বিজয়ী পক্ষ ক্ষতিপূরণ নীতি স্বরূপ শুধু অর্থ দণ্ড নয়, জামানির একাধিক জায়গা দখল করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল । আমরা শুধু আমাদের অখণ্ড কাশ্মীর চাইছি । আমার সাধারণ ভারতবাসীরা যে এই স্বপ্ন দেখ তেই পারি !

লেখক: ভারত সরকার কতৃক 'পদ্মশ্রী' উপাধি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'শিক্ষারত্ন' সম্মানে ভূষিত শিক্ষাবিদ

পোলবায় স্ত্রীর প্রেমিককে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পোলবা: যতক্ষণে জানতে পারেন, জল অনেক দূর গড়িয়ে গিয়েছে। এরপর এই নিয়ে অশান্তি হতে থাকে পরিবারে। বাড়িতে আড্ডা মারতে আসতেন বন্ধু। স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে গল্প করতেন। সেরমক কিছুই মনে হয়নি অভিজিতের। কিন্তু তলে তলে বন্ধুর প্রেমেই যে স্ত্রী হাবুডুবু খ াচ্ছে, তা আঁচ করতে দেরি হয়ে যায়। শেষমেশ স্ত্রীকে দিয়েই ফোন করিয়ে তাঁর প্রেমিককে পাড়ার শিব মন্দিরে ডেকে পাঠান অভিজিৎ। আর তারপরই কাজ হাসিল। স্ত্রীর প্রেমিককে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য পোলবায়। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পোলবার মহনাদের বাসিন্দা সাগরিকা সরকারের সঙ্গে চার বছর আগে বিয়ে হয় নবদ্বীপের অভিজিৎ সরকারের। কয়েকদিন আগে মহানাদে মায়ের কাছে ফিরে আসে সাগরিকা। অভিজিতের বন্ধু রাজ বর্মনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে সাগরিকার। এনিয়ে অশান্তি হত পরিবারে।

সাগরিকার মা কল্যাণী সরকার বলেন, 'মেয়েকে দেখাশোনা করে বিয়ে দিয়েছিলাম। স্বামীর ঘরে অত্যাচার করা হত তাঁকে। জামাইয়ের বন্ধুর সঙ্গে মেয়ের সম্পর্ক তৈরি হয়। মেয়ে ওই বন্ধুর সঙ্গে থাকতে চাইত। জামাই পছন্দ করত না।'

জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে সাগরিকার সঙ্গে দেখা করতে আসে রাজ। রাতে পাড়ার শিব মন্দিরে বসে থাকে। সেখানে সাগরিকার স্বামী রাজকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেন বলে অভিযোগ। জখম অবস্থায় তাঁদের চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত্যু হয় যুবকের।

সাগরিকা বলেন, 'আমি রাজকে ভালোবাসতাম। আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। আমার স্বামী আমাকে দিয়ে জোর করে ফোন করায়। জানতে চায় এসেছে কিনা। রাজ জানায় সে শিব মন্দিরে আছে। আমি গিয়ে ওকে চলে যেতে বলি। অভিজিৎ ছুরি নিয়ে এসে আঘাত করে।' হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় রাজের। ইমামবাড়া হাসপাতালে দেহের ময়নাতদন্ত হবে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

উত্তরপাড়া পুরসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্র মহামায়া হাসপাতালে হাঁটু চিকিৎসার আধুনিক মেশিনের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: উত্তরপাড়া পুরসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্র মহামায়া হাসপাতালে একটি পালক যুক্ত হল, যেটা হল মহামায়া পেইন ম্যানেজমেন্ট ক্লিনিক উইথ এ আই এর অর্থাৎ একটি আধুনিক ফিজিওথেরাপি মেশিন। যার মাধ্যমে হাঁটুর উন্নততম চিকিৎসা করা হবে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একমাত্র উত্তরপাড়া পুরসভার এই হাসপাতালে হাঁটুর উন্নততম চিকিৎসা হবে, বিনা অপারেশনে অতি আধুনিক ফিজিওথেরাপি সিস্টেমের মাধ্যমে। সেই মেশিনের উদ্বোধন করলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার সিআইসি তথা মহামায়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত সুব্রত মুখার্জি প্রাক্তন, ভাইস চেয়ারম্যান তথা সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ সহ অন্যান্য

কাউন্সিলররা এবং বিশিষ্ট চিকিৎসকরা। উপস্থিত ছিলেন যারা মেশিনটা দিয়েছেন সেই কর্মকর্তারা। উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, মহামায়া হাসপাতালে আরেকটি আধুনিক বিভাগ যুক্ত হল, আধুনিক ফিজিওথেরাপি মেশিনের সাহায্যে হাঁটুর চিকিৎসা হবে। হাঁটু বদল না করে অপারেশন না করে এই চিকিৎসা হবে।

নেক্সোমি ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড
(পূর্বতন এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড)
রেজি. অফিস : 'বৈভব' ৪এফ, ৪, লি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২০
CIN NO : L74300WB1983PLC036342
টেলি নং : ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/ ৭৪০২
ইমেল : smifcap@gmail.com, cs.smifs@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.smifscap.com

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত হচ্ছে যে, ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজারস রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৪৭ এবং রেগুলেশন ২৯ সংস্থান অধীনে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং আর্থিক বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অনুমোদনের জন্য কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে শুক্রবার ২৩ মে ২০২৫ তারিখে কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডর এক সভা অনুষ্ঠিত হবে।

সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত নোটিশ পাওয়া যাবে কোম্পানির www.smifscap.com এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com যেখানে কোম্পানির শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত রয়েছে ।

বোর্ডের আদেশক্রমে
নেক্সোমি ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেডের পক্ষে পূর্বতন এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড হিসেবে পরিচিত)
স্বা/-
(পুনম ভাটিয়া)
স্থান : কলকাতা কোম্পানি সেক্রেটারি তথা
তারিখ : ১৩.০৫.২০২৫ প্রয়োগ অফিসার

আউশগ্রামের বিধায়কের সঙ্গে একই মঞ্চে জেল ফেরত দুষ্কৃতী, বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: :একাধিক বার মুখ পুড়েছে বিধায়কের! সেইসঙ্গে দলকেও বিপাকে ফেলেছেন! বিধায়ক ঘনিষ্ঠ একাধিক নেতার একের পর এক দুর্নীতি, তোলাবাজি, কখনও সরকারি আধিকারিকদের মারধর করে বিপাকে পড়েছে! এবার তেমনই খোদ বিধায়কের পাশে সদ্য জেল থেকে ছাড়া পাওয়া এক অভিযুক্ত! এমনই বিতর্ক শুরু হয়েছে পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে। সদ্য জেল থেকে ছাড়া পাওয়া ওই অভিযুক্ত হলেন আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের প্রাক্তন কার্যকরী সভাপতি আহমেদ সামস তাবরিজ ওরফে অরূপ মৃধা। বিধায়ক ঘনিষ্ঠ সেই দুষ্কৃতী রবিবার গুসকরা পিপি ইনস্টিটিউশনের স্কুলের একটি খেলার অনুষ্ঠানে আউশগ্রামের বিধায়কের সঙ্গে একই মঞ্চে দেখা গিয়েছে তাঁকে। সেই নিয়েই তৈরি হয়েছে বিতর্ক! এ বিতর্ক নতুন নয়! আউশগ্রামের অঞ্চলের এক অঞ্চল সভাপতির তোলাবাজিতেও নাম জড়িয়ে ছিল আউশগ্রামের বিধায়ক অভেদানন্দ থান্দারের!

এদিন সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে খোদ বিধায়কের পাশে সদ্য জেল থেকে জামিনে মুক্ত হওয়া অভিযুক্তকে দেখা যাওয়ার ঘটনায় বির্তক তৈরি হয়েছে পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম বিধানসভায়। যদিও বিধায়ক অভেদানন্দ থান্ডারের যুক্তি, একটি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার অন্তিম পর্বের খেলা উপলক্ষে আয়োজকদের অনুরোধে অতিথি হিসাবে গিয়েছিলেন তিনি। বাকিরা কে কে আসবেন, জানা ছিল না। আমি এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি না।

অতীতে সিপিএম এর ঘনিষ্ঠ ছিলেন অরূপ। সেখানে থাকতেও তাঁর নামে একাধিক মামলা রয়েছে। সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরেরও অভিযোগ রয়েছে তাঁর নামে। গত ২৩ এপ্রিল বিডিও অফিসের ভিতরে অশান্তি ও মারধরের ঘটনায় অরূপ-সহ তিন জনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। ওই ঘটনার পরেই আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের বিডিও চিন্ময় দাস পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে অরূপ, আসরুল হক মণ্ডল ওরফে হীরা এবং সুকুর শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়। সদ্য জেল থেকে জামিনে ছাড়া পেয়েছেন তাঁরা। অরূপ এলাকার বিধায়ক অভেদানন্দের অনুগামী বলেই পরিচিত। তাই ঘটনার কয়েক দিনের মাথায় প্রকাশ্য সভায় বিধায়কের পাশে তাঁকে বসে থাকায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিডিও অফিসে অশান্তির ঘটনায় খোদ তৃণমূল বিধায়কের সমর্থন ছিল কি না, এই মর্মেও প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছে এলাকায়। যদিও এবিষয়ে প্রকাশ্যে তৃণমূলের অনেকেই মুখ খুলেছেন। নাম প্রকাশ্য অনিচ্ছুক এক তৃণমূল কর্মী বলেন, বিধায়ক তো দলের পরিযায়ী। আসবেন চলে যাবেন। তাতে ওর কি? দলের যা ক্ষতি করার করে যাচ্ছেন উনি ধারাবাহিক ভাবে।

গত ২২ এপ্রিল অরূপ বেশ কয়েকজনকে নিয়ে বিডিও অফিস চত্বরে সিডিপিওর কাছে স্মারকলিপি জমা দিতে গিয়েছিলেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে পছন্দমতো জায়গায় বদলি করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ওই স্মারকলিপি জমা দেওয়ার পর অরূপ তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে বিডিওর ঘরে ঢুকে পড়েন বলে অভিযোগ। সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন ভাল্কি পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সাদেরুল সেখ এবং আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের যুব তৃণমূলের আহ্বায়ক সুমন ঘোষ। যখন অরূপ বিডিওর সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন সুমন তাঁর মোবাইল ক্যামেরায় কথোপকথনের ছবি তুলতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। সেটি অরূপের অনুগামীদের নজরে পড়তেই তাঁরা বিডিওর চেম্বারের মধ্যেই সুমনকে মারধর করতে শুরু করে দেন। এরপরেই বিডিওর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অরূপকে গ্রেফতার করে। এই বিষয়ে অরূপ বলেন, আমি কোনও অন্যায় করিনি, একটা অন্যায় কাজ হচ্ছিল তার প্রতিবাদ করেছি।

নবদ্বীপ বলদেব মন্দিরে বলদেবের ফুল দোল যাত্রা সম্পন্ন হল।

উত্তরপাড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ১৫০ জনকে চশমা দেওয়া হল। গরিব মানুষদের হাতে চশমা তুলে দিলেন এলাকার কাউন্সিলর অর্ণব রায়। ছবি—বনস্পতি দে।

ঝিখিরা ব্যবসায়ী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড
রেজি নং: ১২ তারিখ- ১২.১০.১৯৭৪
ঝিখিরা★ জয়পুর★ হাওড়া

খসড়া ও চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
(পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনের জন্য)
খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশের তারিখ- 13.05.2025- সমিতির নোটিস বোর্ড। সংশোধন ও সংযোজন প্রয়োজন থাকলে প্রমানাদি সহ জমা দেওয়ার তারিখ- 14.05.25 থেকে 27.05.2025 সমিতির অফিসগৃহ, সকাল 9:00 টা থেকে দুপুর 12:00 টা। শুনানির তারিখ- 28.05.2025- সমিতির অফিসগৃহ, বেলা-11:00 টা– দুপুর-2:00 টো ARO উপস্থিতিতে। চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশের তারিখ-28.05.2025- সমিতির নোটিস বোর্ডে প্রকাশিত - শুনানির অন্তে।
ARO
ঝিখিরা ব্যবসায়ী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

নিলামের বিজ্ঞপ্তি
Achiievers Finance India Lmtd
CIN-U51909WB1996PTC082118
32/A, D. H. Road, Sakherbazar, Kolkata-08, P: 033-6606 3000
E: gold@achieversind.com, W: www.achiieversfinance.com

এতদ্বারা আপনাদিগকে অবহিত করা হচ্ছে যে নিম্নলিখিতি শাখাগুলিতে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টগুলির বন্ধক রাখা স্বর্ণালংকার 26/05/2025 তারিখে সকাল 11.30টা থেকে জনগণের সামনে নিলাম করার প্রস্তাবনা আয়োজিত হতে চলেছে। নিলামের স্থান সংশ্লিষ্ট শাখায় নিলাম করা হবে। নিলামের অংশগ্রহণকারীদের ফটো আইডি, প্যান এবং G.S.T সার্টিফিকেট সঙ্গে রাখতে হবে। নিলামের অংশগ্রহণ করার জন্য Rs.100000/- টাকা টোকেন প্রদান করতে হবে। সফল অংশগ্রহণকারীদের NEFT বা RTGS এর মাধ্যমে অর্থ প্রদান করা হবে।

ঠাকুরপুকুর ঃ 7189, 7200, 7202, 7226, 7228, 7236, 7237, 7267. **বারুইপুর** ঃ 4481, 4674, 4687, 4810. **কাকদ্বীপ** ঃ 24372, 24490, 24506, 24661, 24667, 24723, 24828, 24843. **ক্যানিং** ঃ 8041, 8057, 8062, 8161, 8164, 8172, 8187, 8334, 8366, 8368, 8373, 8392, 8398, 8402, 8417, 8429. **ফুলিয়া** ঃ 8956, 9004, 9007, 9019, 9044, 9158, 9175, 9390, 9393, 9486, 9493, 9499, 9514, 9519, 9528, 9530. **ডায়মন্ডহারবার** ঃ 5461, 5467, 5486, 5541, 5542, 5559, 5594. **যাদবপুর** ঃ 841, 846, 848, 854, 860, 863, 868. **বারাসাত** ঃ 682, 692, 702, 711, 730, 743, 772. **দমদম** ঃ 346, 347, 357, 362, 363, 374, 375, 377, 378, 379, 391, 393, 409, 427 **সোদপুর** ঃ 58, 5960, 72, 88, 122, 150, 155, 164, 169, 179. **চন্দননগর** ঃ 133, 143. **নয়াপল্লী (ওড়িশা)** ঃ 430, 431, 488, 500, 534, 548, 549, 552. VIKA (জয়পুর) ঃ 44, 96.

বিঃদ্রঃ যদি কোনো কারণে এই নিলাম প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট দিনে সম্পন্ন না হয় তাহলে তা 02/06/2025 তারিখে পুনরায় সম্পন্ন হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন যদি হয়ে থাকে, তাহলে নিলাম কেন্দ্রে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.achiieversfinance.com) প্রদর্শন করা হবে। নিলামের বিস্তারিত নীতি জানতে দরদাতারা Company Website (www.achiieversfinance.com) পরিদর্শন করুন। গ্রাহকগণ নিলামের তারিখের আগে স্বর্ণালংকার ছাড়িয়ে নিতে পারেন।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : 09/05/2025
Achiievers Finance India Lmtd
32/A, D. H. Road, Sakherbazar, Kolkata-08

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার,
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
কলিঙ্গ পেলেটস প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U27320WB2010PTC155560) ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি রেজিস্টার্ড অফিস **৫, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৯, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত**
....আবেদনকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **১২ মে ২০২৫** তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"মহারাষ্ট্র রাজ্যে"** কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং III এফ/১৬, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
আবেদনকারীর পক্ষে
স্বা/-
নাম : সচিত রাজেশ পোদ্দার
(ডিরেক্টর)
ডিন-০৯৫৭৫০৭৪
ঠিকানা :
কলিঙ্গ পেলেটস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস **৫, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৯, পশ্চিমবঙ্গ**
তারিখ : ১২.০৫.২০২৫
স্থান : কলকাতা

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার বিকাল ৫টা নাগাদ ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর কাঁকসার এল অ্যান্ড টি মোড়ের কাছে দুর্গাপুরগামী রাস্তায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানা ও কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে পাঠায় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সুব্রত ঘোষ (৪৭)। তার বাড়ি কাঁকসার ৩ নম্বর কলোনি এলাকায়। কাঁকসার হেদেগোরা প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন পরে অন্যত্র চলে যান। সোমবার বিকালে বাইকে চেপে দুর্গাপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় আচমকা পিছন থেকে লরি বাইকে ধাক্কা মারলে রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ওই ব্যক্তির মৃত্যুর খবর এলাকায় পৌঁছতেই শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায়। লরিটিকে পরে দুর্গাপুরে আটক করে পুলিশ।

১২ মে আন্তর্জাতিক নার্স ডে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: বিশ্ব নার্স দিবস সাড়ম্বরে পালন করলেন পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নার্সরা। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ছিলেন পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রিন্সিপাল ডঃ সব্যসাচী দাস, এমএসভিপি ডঃ সুকোমল বিষয়ী, নার্সিং, সুপিরেন্টটেন্ড সহ হাসপাতালের আধিকারিকেরাও। নার্সিং স্টাফদের পক্ষ থেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা ৫০০ মায়েদের নতুন শাড়ি ও মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেন। পাশাপাশি যে সমস্ত নার্সিং স্টাফ সারা বছর কোনো ছুটি না নিয়ে কাজ করে এসেছেন তাদের পুরস্কৃত করা হয় ও শংসাপত্র প্রদান করা হয় এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

ফের পথ দুর্ঘটনা বাঁকুড়া-ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়কে, রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ফের ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ঘটল বাঁকুড়া-ঝাড়গ্রাম ৯ নম্বর রাজ্য সড়কের গোড়াবাড়ি গ্রামের কাছে। এইবার একটি যাত্রীবাহী বেসরকারি বাস সরাসরি ধাক্কা মারল এক ইঞ্জিন ভ্যান চালককে। স্থানীয় সূত্রে খবর, একটি যাত্রী বোঝাই বেসরকারি বাস পাঁচমুড়ার থেকে বাঁকুড়া শহরের দিকে আসছিল, অপরদিকে ভ্যান চালক সিমেন্ট নিয়ে উল্টো দিক থেকে আসছিল। সেখানেই মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে গুরুতর ভাবে আহত হয় গোড়াবাড়ির বাসিন্দা রামাপদ বাউড়ি নামে ওই ভ্যানচালক। আহত ওই ভ্যান চালককে স্থানীয়দের তৎপরতায় তড়িঘড়ি উদ্ধার করে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়,

সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছে ওই ব্যক্তি। ঘটনার পর গ্রামবাসীরা ওই ৯ নম্বর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। বিক্ষোভের ফলে অবরুদ্ধ হয় ওই রাস্তায় যান চলাচল।

যুদ্ধ আবহে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে শিকার উৎসব জমল না !

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতির আবহে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে এবারের শিকার উৎসব তেমনটা জমল না।

সাঁওতালদের চিরাচরিত শিকার উৎসব পালন হল সোমবার পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় জুড়ে। অযোধ্যা পাহাড়ে বুদ্ধ পূর্ণিমার শিকার উৎসবে এবারে অস্ত্র রেখে উৎসবে মাতলেন আদিবাসীরা। কারণ মহামান্য উচ্চ আদালত পরিষ্কার ভাবে বন্য প্রাণী শিকার বন্ধ করার নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশকে মান্যতা দিল তারা। তাই এবার শিকার উৎসবে কোনোরকম রক্ত ঝরলো না অযোধ্যা পাহাড়ে। সাঁওতালদের পরম্পরাগত শুধুমাত্র নিয়মরীতি মেনে জঙ্গলে সেঁন্দরা / শিকার উৎসব পালন করা হল। এদিন পাহাড়ের বিভিন্ন প্রান্তে ছিল বনদপ্তর এবং পুলিশ প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তা ও নাকা তল্লাশির ব্যবস্থা। এবারের পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের শিকার উৎসবে তেমন খুব একটা ভিড় নেই। প্রতিবছর বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন অযোধ্যা পাহাড় জুড়ে পালিত হয় শিকার উৎসব। সাঁওতাল সমাজের পক্ষ থেকে অবশ্য এই পার্বণকে বলা হচ্ছে সেঁন্দরা। এই উৎসবে যাতে এবছর বন্যপ্রাণের ক্ষতি না হয় তার জন্য সারা পাহাড় জুড়ে চালানো হয় প্রচার। স্থানীয় আদিবাসীরা জানিয়েছেন প্রথাগত পূজা অর্চনা

চললেও নিজেদের এলাকায় শিকার নিয়ে সচেতন তাঁরা। পাহাড়ে প্রাচীন রীতি মেনে এবারও অনুষ্ঠিত হল 'ল বীর বাইসী', যা হল তাদের বার্ষিক সভা। এখানে সাঁওতাল সমাজের বিভিন্ন আইন কানুন নিয়ে আলোচনা হয়। সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানও করা হয় এখানে। শিকার নয় আসল উদ্দেশ্য হল পাহাড়ের সুতান তাণ্ডীতে অনুষ্ঠিত এই সভা। শিকার যাতে না হয় তার জন্য জাল নিয়ে পাহাড়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বনদপ্তরের পক্ষ থেকে পাহাড় জুড়ে লাগাতার শিকারের বিরুদ্ধে চালানো হয় প্রচার। একই সঙ্গে দেওয়া হয় পোস্টার এবং হ্যান্ড বিল। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সঙ্গে বনদপ্তর যৌথভাবে অযোধ্যা পাহাড় এলাকার সিমনি, মুরগুমা, লখিপুর, মামুডির সহ বিভিন্ন এলাকায় আদিবাসী নৃত্য এবং গীতের মাধ্যমে জঙ্গলকে রক্ষা করে বন্য প্রাণীদের রক্ষা করার বার্তা দেওয়া হয়। বন কর্তারা জানান, আদিবাসীদের সঙ্গে অরণ্যের সম্পর্ক নিবিড়। বুদ্ধ পূর্ণিমায় সেঁন্দরা বা শিকার উৎসবের মাধ্যমে বাস্তবে অরণ্যের আরাধনা করেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনেরা। তাই অতীতে কিছু কিছু শিকার করা হলেও প্রথা মেনে জঙ্গলে শিকার করতে গেলেও বর্তমানে তেমনভাবে শিকার করা হয় না। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে অরণ্য রক্ষার বার্তা আরো বেশি গ্রহণযোগ্য হয়েছে। এদিকে এই শিকার উৎসবে অন্যান্য বছরের মতো এবছরও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিকারিরা এসেছিলেন। তবে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতির আবহে ভিড় অনেকটাই কম।

পুরুলিয়ার ডিএফও অঞ্জন গুহ বলেন, সেঁন্দরা বা শিকার উৎসব ছোট নাগপুর এলাকার প্রাচীন রীতি। সমস্ত রকম নিয়ম মেনেই আদিবাসীদের পক্ষ থেকে দিনটি সুন্দর ভাবে পালিত হয়েছে।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৮.০৫.২০২৫ সময় ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ২৮.০৫.২০২৫ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং' যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৮৪,৭২,৯৭৫.২১ টাকা (চুরাশি লাখ বাহাত্তর হাজার নশো পঁচাত্তর টাকা এবং একুশ পয়সা) ২৫.০১.২০২৪ পর্যন্ত** হিসেবকৃত সুদ সহ পরবর্তী সুদ এবং মূল্য সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স সাহা ট্রেডারস,** ১১/১, বিলধার লেন, খাগড়া, বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২১০৩ কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য : **সম্পত্তি নং ১ : ২৯,৪৫,০০০.০০ টাকা** বায়না জমা : **২,৯৪,৫০০.০০ টাকা** ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : **১০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন, মৌজা : খাগড়া, ওয়ার্ড নং ১১, জেএল নং ৯৭, থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, খতিয়ান নং সাবেক-২২৮, এলআর নং ৪২৯০,প্লট নং সাবেক -১৭৯০, এলআর খতিয়ান নং ৩৩২৪ , শ্রেণি-বাড়ি, **মোট এরিয়া -০.০২ একর, স্বত্ব দলিল নং ১-৭৫৩৬-১৯৭২ সালের,** পৃষ্ঠা ২০৭ থেকে ২০৯, ভল্যুম নং ১০৮, এসআরও বহরমপুর।
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী :- প্রীতি রানি সাহা, চৌহদ্দি :- উত্তরে : শান্তি দেবী ঠাকুরের ভবন, **দক্ষিণে :** বিমল কর্মকার এর ভবন, **পূর্বে :** যোগেশ মজুমদার এর ভবন, **পশ্চিম :** সড়ক।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২১.০৫.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | **যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩১**

ক্রম নং ২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ২৮.০৫.২০২৫ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১,৭৯,১১,৩৬৯.০০ টাকা (এক কোটি উনআশি লাখ এগার হাজার তিনশ উনসত্তর টাকা)** ০৪.০১.২০১৭ পর্যন্ত এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী নীলেশ দোশী এবং শ্রীমতি অমি দোশী ঠিকানা** - ১/৩এ, বালিগঞ্জ প্লেস (পূর্ব), কলকাতা - ৭০০০১৯ কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য **১,৩৯,০০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **১৩,৯০,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **২০,০০০.০০** টাকা।
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি জমি অবস্থিত মৌজা : জগন্নাথপুর, সোনারপুর, জমির এরিয়া ২৮ কাঠা ২৬ বর্গফুট, হোল্ডিং নং ৮৭৬,আরএস দাগ নং ৩০৭, জেএল নং ৫১, আরএস নং ৪৪, আরএস খতিয়ান নং ৩৮৩, মিশন পল্লি রোড, ওয়ার্ড নং ০৮, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন , জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৫০,উল্লেখ্য দলিলনং ১-২৬৯৫-২০০৭ সালের তারিখ ১৫.০৩.২০০৭, সম্পত্তি শ্রীমতি অমি দোশী এবং শ্রী নীলেশ দোশী এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : সড়ক, দক্ষিণে : জমি দাগ নং ৩০৭, পূর্বে : প্লট দাগ নং ৩০৭, পশ্চিমে : আনসার আলি শেখ এর প্লট ।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২১.০৫.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | **যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩১**

ক্রম নং ৩

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** ২৮.০৫.২০২৫ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৩১,০১,০৮৫.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ এক হাজার পঁচাশি টাকা)** ৩০.১১.২০২৪ পর্যন্ত এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী অমিত শাহ, পিতা শ্রী জয়প্রকাশ শাহ, ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ৮, ৪র্থ তল, মায়া ভিলা, ৫৩, রাজকুমার মুখার্জি রোড, তাঁতিপাড়া, মাঝের বাগান স্পোর্টিং ক্লাবের নিকট, আলম বাজার, কলকাতা - ৭০০০৫৫ **এবং** ফ্ল্যাট নং জি-এ, ১ম তল, "বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট", মৌজা - হাতিয়ারা, থানা - রাজারহাট, পো. বাগুইআটি, কলকাতা - ৭০০০৫৫ কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য **১৪,৬৮,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **১,৪৬,৮০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং জি-এ, একতলায়, (১৫ বছরের পুরানো জি-৩ তলা ভবনে), লিফট ব্যতীত ভবনের পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৮০ বর্গফুট এবং যথাযথ জমির ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত ভবন কমপ্লেক্স নাম বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট অবস্থিত মৌজা : হাতিয়ারা, জেএল নং ১৪, আরএস নং ১৮৮, তৌজি নং ১৬৯, আরএস খতিয়ান নং ১৮১৩, সিএস খতিয়ান নং ১১০৮, সিএস দাগ নং ১১০৩, আরএস দাগ নং ১১৫৭, থানা : রাজারহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস বিধাননগর সল্ট লেক সিটি, বর্তমানে রাজারহাট, পুরসভা হোল্ডিং নং ৫৫এফ, ব্লক -এইচ/বি, হাতিয়ারা রোড, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং (নতুন) ২০ (পুরানো) ১১, বর্তমানে বিধাননগর পুরসভা অধীন (লিফট ব্যতীত এবং এই ভবনে লিফটের কোনও সংস্থান নেই)।
স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০৪-২০২০, পৃষ্ঠা ২৭৮৪৪৭ থেকে ২৭৮৪৭৯, দলিল নং ১৯০৪০৪৭৭৭-২০২০ সালের। **সম্পত্তি শ্রী অমিত শাউ এর নামে।**
সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তরে : অংশ আরএস দাগ নং ১১৫৭, দক্ষিণে : সখী চরণ শর্মার জমি, পূর্বে : কে এল পাল মার্কেট, পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া মেটাল পুরসভা রোড।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২১.০৫.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | **যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩১**

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in এবং/বা https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ১৩.০৫.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফেসবুকে ভারত বিরোধী স্লোগান, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ধারায় মামলা রুজু করে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সামাজিক মাধ্যমে লাগাতার ভারত বিরোধী এবং পাকিস্তানকে সমর্থন জানিয়ে ছবি ও লেখা পোস্ট করায় এবার যুবককে ধরে পাকিস্তানের পতাকার ওপরে দাঁড় করিয়ে কানধরে উঠবোস করিয়ে প্রশাসনের হাতে তুলে দিল স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা। ঘটনা বাঁকুড়ার বড়জোড়া বাজার এলাকায়। ধৃত যুবক ইমরান শেখ ওরফে সম্রাটকে সোমবার বাঁকুড়া জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদের চাঁদপাড়া রঘুনাথগঞ্জ এলাকা থেকে ফেরি করার উদ্দেশ্যে বেশ কিছুদিন আগে বাঁকুড়ার বড়জোড়া এলাকায় ফেরিওয়ালার কাজ করতে এসেছিল দুই যুবক। ওই দুই যুবকের মধ্যে ইমরান শেখ ওরফে সম্রাট নামের এক যুবক ভারত পাক যুদ্ধ পরিস্থিতিতে পাকিস্তানকে সমর্থন জানিয়ে নিজের সামাজিক মাধ্যমের অ্যাকাউন্ট থেকে ছবি ও

লেখা পোস্ট করে। ভারতের প্রতি অসম্মানজনক কথাও লেখা হয় তার প্রোফাইলে। বিষয়টি নজরে আসতেই রবিবার সন্ধ্যায় ইমরান শেখ ওরফে সম্রাট নামের এক যুবক ও তার সঙ্গীকে ধরে প্রথমে পাকিস্তানের পতাকার উপর দাঁড় করায় স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা। এরপর ওই দুই যুবককে কান ধরে ওঠবোস করতে বাধ্য করা হয়। হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ ও পাকিস্তান মুর্দাবাদ বলতেও বাধ্য করা হয় তাদের। এরপরই ওই দুই যুবককে তুলে দেওয়া হয় বড়জোড়া থানার পুলিশের হাতে। রাতেই বড়জোড়া থানার পুলিশ ইমরান শেখ ওরফে সম্রাটকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৯৬, ১৯৭(১) (সি), ১৫২, ৩৫২ ও ৩৫৩ (১) নম্বর ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

সমাজ মাধ্যমে ভারত বিরোধী পোস্ট, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ আবহে সমাজ মাধ্যমে ভারত বিরোধী আপত্তিকর পোস্ট করায় গ্রেপ্তার মিলন শেখ নামের এক যুবক। মিলনের বাড়ি কাটোয়ার ২ নম্বর ব্লকের, দাইহাটের মোকাম পাড়ায়। সোমবার তাকে কাটোয়া আদালতে তোলা হলে কোনও আইনজীবী মিলনের হয়ে লড়তে চাননি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পাকিস্তানের কাছে পরাজয় স্বীকার করল ভারত, পাকিস্তানের আক্রমণে ভারতের বিধ্বস্ত এলাকার আপত্তিমূলক ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে। পোস্ট দেখে স্থানীয়রা কাটোয়া থানায় অভিযোগ জানায় মিলন শেখের নামে। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই পুলিশ রবিবার রাতে তাকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের বিরুদ্ধে, দেশদ্রোহিতা, দেশবিরোধী, রাষ্ট্র বিরোধী উস্কানিমূলক মন্তব্য করা, সার্বভৌমত্ব নষ্ট ও ভারতীয় সেনার মনোবল ভেঙে দেওয়ার ধারায় আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ধৃতকে সোমবার কাটোয়া আদালতে ৭ দিনের পুলিশি হেপাজত চেয়ে পাঠানো হয়।

ব্রাউন সুগার লেনদেনের অভিযোগে এএসআই ও এক এনবিএফ কর্মী-সহ গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ব্রাউন সুগার লেনদেনের অভিযোগে এক এএসআই ও এক এনবিএফ কর্মী সহ মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করল ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত মিল্কি ফাঁড়ির পুলিশ। রবিবার গভীর রাতে ইংরেজবাজার থানার হাফিজটোলা এলাকা থেকে ওই চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সোমবার ধৃতদের মালদা আদালতে পেশ করলে চারদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৪০৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ। ব্রাউন সুগার পাচারের ক্ষেত্রে পুলিশের কর্তা ও এনডিএফ কর্মী জড়িত থাকার ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে মালদা জেলা জুড়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম এএসআই মহম্মদ সফিকুল ইসলাম, এনভিএফ কর্মী সফিকুল

শেখ। পাশাপাশি দুই মাদক কারবারি হল মহম্মদ মোস্তফা এবং আব্দুল মান্নান। এদের বাড়ি কালিয়াচক থানার গোলাপগঞ্জ এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মানিকচক থানার বালুটোলা ক্যাম্পে এএসআই মহম্মদ সফিকুল ইসলাম দায়িত্বে ছিল। তার সঙ্গে ছিল এনভিএফ কর্মী সফিকুল শেখ। এদিন রাতে মাদক পাচারকারী মহম্মদ মোস্তফা ও আব্দুল মান্নানের সঙ্গেই ব্রাউন সুগার বেচাকানার বিষয়টি গোপন সূত্রে জানতে পারে মিল্কি পুলিশ ফাঁড়ির পদস্থ কর্তারা। এরপর রাতেই হাফিজটোলা এলাকায় অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকেই ওই এএসআই এবং এনভিএফ কর্মীসহ মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যদিও জেলা পুলিশের পদস্থ কোনও কর্তারাই এপ্রসঙ্গে কোনওরকম প্রতিক্রিয়া জানাননি।

রঘুনাথপুরের আড়রা গ্রামে সিঁড়ি থেকে পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: নিজের বাড়িতেই সিঁড়ি থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃত ওই ব্যক্তির নাম মাধু মেটা (৪৩)। তার বাড়ি পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত আড়রা গ্রামের মেটা পাড়াতে। মৃতের দাদা নরেশ মেটা জানান, শনিবার রাতে খাবার খাওয়ার পর ছাদের উপর ঘুমোতে যাওয়ার সময় তার নিজের বাড়িতেই সিঁড়ি থেকে পড়ে যায় সে। ঘটনাটি পরিবারের আত্মীয়দের নজরে আসতেই তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার ভোরে তার ওই হাসপাতালেই মৃত্যু হয়। এদিনই রঘুনাথপুর থানার পুলিশ খবর পেয়ে হাসপাতাল থেকে তার দেহটি উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য।

বিশ্ব নার্স দিবসে নার্সদের বিশেষ সংবর্ধনা আরামবাগের বিজেপি বিধায়কদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ জুড়ে পালিত হল বিশ্ব নার্স দিবস। নার্সদের অবদানকে স্মরণ ও সম্মান জানাতে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালিত হয় ১২ মে। এদিন আরামবাগের দক্ষিণ নারায়ণপুর গ্রামীন হাসপাতালে মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল বিশ্ব নার্স দিবস। আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক মধুসূদন বাগ কর্তব্যরত নার্সদের সংবর্ধনা দেন। উল্লেখ্য, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মদিন উপলক্ষে এই দিনটি পালিত হয়। তিনি যুদ্ধের সময় আহত ব্রিটিশ সৈন্যদের জন্য নার্স হিসাবে কাজ করেছিলেন। এই দিনটি নার্স ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের অবদানকে স্মরণ করে বিশ্ব নার্স দিবস পালিত হয়। তিনি স্বাস্থ্যসেবায় অনেক অবদান রেখেছিলেন। এদিন বিধায়ক মধুসূদনবাবু হাসপাতালের রোগীদের পাশাপাশি তাদের

আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেন। অন্যদিকে বিজেপি আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের নার্সদের সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা জানালেন জেলা সভাপতি সুশান্ত কুমার বেরা, পুরশুড়া বিধায়ক বিমান ঘোষ সহ সাংগঠনিক জেলার বেশকিছু নেতৃত্ব ও কর্মীরা। আরামবাগ বিধায়ক মধূসূদন বাগ জানান, আমার দক্ষিণ নারায়ণপুর হাসপাতালে এলাম, নার্সদের সঙ্গে কথা বললাম এবং তাদেরকে সংবর্ধনা জানালাম। পাশাপাশি পুরশুড়া বিধায়ক বিমান ঘোষ জানান, যারা আমাদের পুরো সমাজ ব্যবস্থাটাকে জনজীবনকে সুস্থ ও ভালো করে সেই নার্সদের অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

খেলার ছলে কালী প্রতিমা বিসর্জন দিতে গিয়ে নদীতে তলিয়ে মৃত্যু দু'জন শিশুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আত্রেয়ী নদীতে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হল দুই নাবালিকার। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছাড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত ধাদলপাড়া এলাকার ঘটনা। মৃত দুই নাবালিকা শিশুর নাম ইশা সরকার (৯) ও মন্টি সরকার (১০)। তাঁদের বাড়ি ধাদলপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ইশা সরকার ও মন্টি সরকার সহ মোট চারজন শিশু কাগজের কালী প্রতিমা বানিয়ে পুজো পুজো খেলছিল। পরবর্তীতে পুজো শেষে কালী প্রতিমা বিসর্জন দিতে তারা আত্রেয়ী নদীতে নামে। এরপরে নদীতে ডুব দিতেই জলে তলিয়ে যায় তারা। বিষয়টি নজরে আসতেই উদ্ধার কাজে হাত লাগাই স্থানীয়রা। স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় দু'জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও অন্য দু'জন তলিয়ে যায় নদীবক্ষে। পরে ডুবুরি এসে ওই দু'জনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে। কুমারগঞ্জ থানার পুলিশের তৎপরতায় তাদেরকে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে, পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশের তরফে। এ বিষয়ে রতন সরকার নামে এক স্থানীয় ব্যক্তি জানান, 'খেলার ছলে প্রতিমা বিসর্জন দিতে নদীতে গিয়েছিল তিনজন নাবালিকা ও একজন নাবালক শিশু। সেই সময় তারা নদীতে তলিয়ে যায়। বিষয়টি নজরে আসতেই দু'জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। বাকি দু'জনের জলে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে।'

মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে দ্বিতীয় অনুভব বিশ্বাসকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে দ্বিতীয় অনুভব বিশ্বাস প্রায় ১০ দিন পর দিল্লি থেকে মালদায় নিজের বাড়িতে সপরিবারে ফিরল। এরপরই সোমবার কৃতী ওই ছাত্রকে তার বাড়িতে গিয়ে সংবর্ধনা জানায় ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শুভময় বসু সহ সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিটির সদস্যরা । মালদা শহরের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মহেশমাটি এলাকায় রয়েছে ছাত্র অনুভব বিশ্বাসের বাড়ি।

এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় অনুভব বিশ্বাস ৭০০-র মধ্যে ৬৯৪ নম্বর পেয়ে রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। তাই কৃতী ছাত্র অনুভব বিশ্বাস সোমবার দিল্লি থেকে নিজের বাড়ি মালদা শহরের মহেশমাটি এলাকার বাড়ি ফিরতেই তাকে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জানিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন ১৭ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির সদস্যরা। কমিটির পক্ষে স্থানীয় কাউন্সিলর শুভময় বসু সহ অন্যান্যরা মিলে এদিন সাত সকালেই তারা অনুভবের বাড়ি যান। বাড়ি গিয়েই তারা কৃতী ছাত্র অনুভবের হাতে পুষ্পস্তবক সহ বিভিন্ন উপহার সামগ্রী তুলে দিয়ে তাকে সংবর্ধনা জানান। এই প্রসঙ্গে কাউন্সিলর শুভময় বসু বলেন, ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের মহেশমাটি এলাকার বাসিন্দা অরূপ কুমার বিশ্বাস এবং রিমা বিশ্বাসের ছেলে অনুভব বিশ্বাস এবছর মাধ্যমিকে সকলের নজর কেড়েছে। রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে সে। অনুভব ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের গর্ব। এলাকার স্কুল ছাত্রছাত্রীদের কাছে অনুপ্রেরণা। অনুভবের ইচ্ছা সে ভবিষ্যতে ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করবে।

উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে ৯ দিনব্যাপী নাট্যোৎসবের উদ্বোধন উত্তরপাড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে উত্তরপাড়ায় ৯ দিনব্যাপী নাট্যোৎসবের উদ্বোধন হল, উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট নাট্যকার শংকর বসু ঠাকুর ও উত্তরপাড়া পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব। এই ৯ দিনের নাট্য উৎসবে সারা বাংলার ১৮টি নাটকের দল অংশগ্রহণ করছে। এবার দ্বিতীয়তম বর্ষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১৮টি নাট্য দলের শিল্পীরা, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার সিআইসি তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, সুব্রত মুখার্জি, উৎপলাদিত্য ব্যানার্জি কাউন্সিলর অর্ণব রায় সহ বিশিষ্টরা। পুরসভার পক্ষ থেকে বিশিষ্ট নাট্যকার শংকর বসু ঠাকুরকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, উত্তরপাড়া পুরসভা এবার দ্বিতীয়তম বর্ষে এই নাট্য উৎসব করছে, আশা করি আগামী বছরগুলো হবে। বিশিষ্ট নাট্যকার শংকর বসু ঠাকুর বলেন, উত্তরপাড়া পুরসভাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এত বড় একটা নাট্য উৎসব করার জন্য এখন তো নাটক

প্রায় উঠে যেতে বসেছে। পুরচেয়ারম্যান এগিয়ে এসে নাটককে উৎসাহ দিয়েছেন সেটাই সব থেকে বড় কথা। এছাড়া নৈহাটির সাংসদ পার্থ ভৌমিক ও মন্ত্রী ব্রাত্য বসু নাটককে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছেন। স্বাধীন হওয়ার আগে নেতাজি সুভাষ বসু মেয়র থাকাকালীন নাটকের ওপর উৎসাহী ছিলেন। তিনি মহাজাতি সদন তৈরি করেছিলেন, যার শিলান্যাস করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করলেন বিশিষ্ট নাট্যপরিচালক জয়ন্ত দাশগুপ্ত।

আন্তর্জাতিক নার্স দিবসে নার্সিং স্টাফদের ফুল, মিষ্টি উপহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: আন্তর্জাতিক নার্স দিবস উপলক্ষে সোমবার কালনা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নার্সদের ফুল মিষ্টি দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

১২ মে সোমবার আধুনিক নার্সিং এর প্রবক্তা ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গলের জন্মদিন। এই দিনটি আন্তর্জাতিক নার্স দিবস হিসেবে পালিত হয়। এই উপলক্ষে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। এখানে এসে প্রথমেই তিনি আধুনিক নার্সিং এর প্রবক্তা ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গলের ছবিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি সকল নার্সিং স্টাফদের ফুল ও মিষ্টি দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

কালনার বৌদ্ধ মন্দিরে মহা সমারোহের সঙ্গে পালিত বুদ্ধ জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: সোমবার বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষজনের কাছে এই দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং পবিত্রতম একটি দিন। কথিত আছে এই বৈশাখী পূর্ণিমার পবিত্র তিথিতে গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এই পূর্ণ তিথিতেই তিনি মহানির্বাণ লাভ করেছিলেন। গৌতম বুদ্ধ 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' বা পথকে অনুসরণ করে মানুষের জীবনে দুঃখ থেকে চির মুক্তি লাভের কথা বলেছিলেন। সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তেও এই দিনটি মহা সমারোহের সঙ্গে পালিত হয়। বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার আমলা পুকুরের বৌদ্ধ মন্দিরে পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে দিনটি পালিত হয়। এদিন বুদ্ধ মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। এদিন তিনি বুদ্ধদেবের পায়ে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন।

গ্রামীণ রাস্তার জন্য বরাদ্দ ১৩ কোটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি মেনে খড়গপুর ২ নম্বর ব্লকের সাঁকোয়ার ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে পিংলার সাঙ্গার পর্যন্ত ১৩ কিলোমিটার পাকা রাস্তার শিলান্যাস করলেন পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি। জানা গিয়েছে, ওই রাস্তার জন্য ১৩ কোটি টাকা খরচ করা হবে। অজিত মাইতি জানিয়েছেন, বহুদিন ধরে এলাকার মানুষ সমস্যায় ভুগছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীকে অসুবিধার কথা জানানো হলে বিষয়টি তিনি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন। তার সহযোগিতাতেই ১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। রাস্তাটি নির্মিত হলে খড়গপুর ২ নম্বর ব্লক এবং পিংলা ব্লকের কয়েক হাজার মানুষের যাতায়াতের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে।

শুরু হল শ্যামপুরের নস্করপুর গ্রামের ঐতিহ্যবাহী দেবী বিশালাক্ষ্মীর নীল উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: সাবধানতা অবলম্বন করে এবছর শুরু হল হাওড়ার শ্যামপুরের খাড়ুবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নস্করপুর গ্রামের ঐতিহ্যবাহী দেবী বিশালাক্ষ্মীর নীল উৎসব। প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের ও বেশি সময় ধরে এই উৎসব হয়ে আসছে। জানা গিয়েছে, অতীতে এই এলাকায় খাল দিয়ে রূপনারায়ণ ও দামোদরে পৌঁছনো যেত। খালের পাশে একটি অভিনব পাথরে দেখা যায়। সেই রাতেই এলাকার মোড়লদের কয়েকজনকে একসঙ্গে স্বপ্ন দেন দেবী। গ্রামের মাঝখানে আনা হয় পাথরটি। শুরু হয় পূজার্চনা। বুদ্ধ পূর্ণিমা তিথিতে ফি বছর নীল উৎসব হয়। ভক্ত প্রাণ মানুষ দেবীর পুকুরের স্নান করে, দন্ডি কেটে পুজো দেন। সারারাত ধরে চলে দেবী বিশালাক্ষ্মীর আরাধনা। চলে মেলাও। কিন্তু এহেন পুজোতে ও তাল কেটেছিল গত বছর। দেবীর পুকুরের স্নান করতে নেমে তলিয়ে মৃত্যু হয়েছিল গ্রামের এক কিশোরীর। আর সেদিনের কথা মাথায় রেখে এবছর পুজো উদ্যোক্তারা পুকুরটির মধ্যে স্নান করার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা ঠিক করে দেয় এবং তা জাল দিয়ে ঘিরে রাখা

হয়। পুজো ও মেলা কর্তৃপক্ষের অন্যতম তাপস হাজরা জানান, 'দুঃখজনক সেই ঘটনার পরিকল্পনা করে এবছর স্নানের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে এবং জাল দিয়ে তা ঘিরে রাখা হয়েছে।' উল্লেখ্য দুর্ঘটনার স্মৃতি ভুলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা সমবেত হয়েছেন বিশালাক্ষ্মী তলায়।

বুদ্ধ জয়ন্তী পালন আরামবাগের ঐতিহ্যবাহী দেউলপাড়া বুদ্ধ মন্দিরে

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

ভগবান বুদ্ধের জন্মদিন বুদ্ধ জয়ন্তী নামেও পরিচিত। এই বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে হুগলি জেলার একমাত্র প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দির আরামবাগের পুরশুড়ার দেউলপাড়ার বৌদ্ধ মন্দির সেজে উঠেথে। এদিন বুদ্ধদেবের জন্মদিন উপলক্ষে সকাল থেকেই রীতি মেনে উপসনা শুরু হয়। বৌদ্ধধর্ম অনুসারী বৌদ্ধ উপসনা চলে হুগলি জেলার পুরশুড়ার দেউলপাড়া বৌদ্ধ মন্দিরে। উল্লেখ্য ভগবান বুদ্ধদেবের জ্ঞানার্জনের দিন হিসেবেও পরিচিত - বুদ্ধ পূর্ণিমা। এটি একটি বৌদ্ধ উৎসব, যা পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ রাজ্যে রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৌতম, পরে গৌতমের জন্মের স্মরণে পালিত হয়। বুদ্ধ, যিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। জানা গিয়েছে, হিন্দুদের পবিত্র ও জনপ্রিয় ধর্মস্থান তারকেশ্বরের কাছেই এই বৌদ্ধ ধর্মস্থান অবস্থিত। একদম গ্রাম্য পরিবেশে গাছগাছালিতে ভরা আম কাঁঠাল বাগানের শান্ত ও মনোরম পরিবেশে এই বৌদ্ধ মন্দির গড়ে উঠেছে। মন্দিরের ডান দিকে পাথরের ফলকে

লেখা থেকে জানা যায়, ১৯৮৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ১৪ তম দলাই লামা এই 'ত্রিরত্ন সংঘ শান্তিবন বুদ্ধবিহার'-এর উদ্বোধন করেন। ভিতরে প্রশস্ত উপাসনা কক্ষ। বেদীর উপর শান্ত সমাহিত শ্বেত পাথরের ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি। এটি নাকি বিদেশ থেকে আনা। চারটি বিরাট পুষ্পস্তবক। বেদীর নীচে মোমবাতি জ্বলছে। হলঘরের তিন দেওয়ালে তথাগতের জীবনকথা নিয়ে বড় বড় তৈলচিত্র। এই বিষয়ে দেউলপাড়া বৌদ্ধ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা তারকচন্দ্র বাইরির পুত্রবধূ প্রমিলা বাইরি বলেন, এই মন্দির আমার শ্বশুর প্রতিষ্ঠা করেন। এই দিনটি বুদ্ধ জয়ন্তী হিসাবে পালন করি। অপরদিকে প্রতাপ বাইরি বলেন, বাবার আমলে আরও বড় করে উৎসব হত। বজবজ থেকে বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগীরা এসেছেন। ওনারা উপাসনা করছেন। কথিত আছে, সস্ত্রীক উত্তর ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে এক বুদ্ধমন্দির দেখে তারকচন্দ্র বাইরির মনের মধ্যে আলোড়ন ওঠে। শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং পুরশুড়ায় নিজ বাস ভবনে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্বোধনের জন্য দলাই লামাকে আমন্ত্রণ জানান। সেই মতো দলাই লামা ভারতে এসে উদ্বোধন করে যান। এদিন বৌদ্ধ মন্দিরে আসা আরামবাগের বিশিষ্ট সমাজসেবী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব স্বপন নন্দী জানান, এখানে এলে মন শান্তিতে ভরে যায়। সারা বিশ্বের মানুষ ভগবান বুদ্ধের আশীর্বাদে ভালো থাকুক।

বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে বালি দিয়ে শিল্পীরা তৈরি করলেন গৌতম বুদ্ধের ধ্যানস্থ একাধিক মূর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: ভারত-পাক যুদ্ধের আবহ। অশান্ত সীমান্ত এলাকা। গোলাগুলিতে বারবার রক্তাক্ত হচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত। জঙ্গি দমনের জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ভারত সরকার। পাকিস্তানকে কড়া জবাব দিচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। ভারতীয় সেনাবাহিনীর দাপটে কোণঠাসা পাকিস্তান।

গত কয়েক সপ্তাহ আগে কাশ্মীরের পাহেলগাঁওতে পাক জঙ্গিদের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে ২৬ জন পর্যটকের। তারপরেই ভারতীয় সেনাবাহিনী কড়া জবাব দিয়েছে পাকিস্তানকে। যুদ্ধের আবহে দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে আরো কঠোর করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই পরিস্থিতিতে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান নিয়েই পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষের গৈতানপুর চরমানা এলাকায় বালি শিল্পীদের মিলিত প্রয়াস। সোমবার ছিল বুদ্ধপূর্ণিমা। এই উপলক্ষ্যে ধ্যানমগ্ন গৌতম বুদ্ধের মূর্তি তৈরি করলেন বালি

দিয়ে দামোদরের চরে বালি শিল্পীরা। সীমান্ত এলাকা সহ দেশের সর্বত্র শান্তি ফিরুক, দ্রুত এই আহ্বান বালি শিল্পীদের। পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের দমন করে ভারতীয় সেনাবাহিনী দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করুক। সেনাবাহিনীর পাশে সকল দেশবাসী রয়েছে এই আহ্বান রেখেই বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে বালি দিয়ে বালিশিল্পীরা তৈরি করেন গৌতম বুদ্ধের ধ্যানস্থ একাধিক মূর্তি। বালিশিল্পী রঙ্গজীব রায় সহ প্রায় ১৮ থেকে ২০ জন বালি শিল্পী একত্রিতভাবে দামোদরের চরে তৈরি করছেন এই শিল্পকর্ম যা অবাক করার মতো ।

স্নেহাশিস-সঞ্জয়দের তৎপরতায় ভাঙল ঘুম সিএবির

শুভেচ্ছাবার্তায় বিরাট কীর্তি বেমালুম ভুললেন বিচিত্র

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

সংবাদমাধ্যমের কাজ হলো ঠিককে ঠিক বলা। ভুল বা খামতি দেখলে তাও তুলে ধরা। 'একদিন' সেই কাজটা করতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। চোখ রাঙানি, হুমকি, মামলার পরোয়া করে না। রবিবার (১১ মে, ২০২৫) একদিন-এর খেলার পাতায় তুলে ধরা হয়েছিল সিএবির মিডিয়া ম্যানেজারের বিচিত্র কীর্তি, যার দোসর সিইও চিন্ময়। চিনু-চিত্রদের কাজকর্মে অস্বস্তি বাড়ছিল সিএবির। কিন্তু সিএবিতে সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় আছেন, আছেন সঞ্জয় দাস, প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক, প্রদীপ কুমার দে-র মতো বিভিন্ন কমিটির চেয়ারম্যানেরা যাঁরা সিএবি তথা বাংলার ক্রিকেটের অগ্রগতিতে নিরলস সচেষ্ট। সিএবি কেন ভারতীয় সেনাবাহিনীকে কুর্নিশ জানাচ্ছে না? কেন রোহিত শর্মার অবসরের ২৪ ঘণ্টা পরেও সিএবির কোনও পোস্ট নেই? কেন লোকাল ক্রিকেটের খবর দেরিতে জানানো হয়? কেন মহেন্দ্র সিং ধোনিকে সিএবির সংবর্ধনার খবর যথাসময়ে জানানো হয় না মিডিয়াকে? কেন সিএবির কমিটির চেয়ারম্যানের ছবি পোস্ট করা হয় না নাম থাকা সত্ত্বেও? সেই প্রশ্ন তুলেছিল 'একদিন'। এরপর দেখা গেল বুদ্ধ পূর্ণিমার সকালে সিএবির ফেসবুক পোস্ট। যাতে দেখা গেল ইডেনে সেনাবাহিনীকে কুর্নিশ জানিয়ে বিরাট ব্যানার। বিলম্বিত বোধোদয়। তবে সম্ভবত সিএবিই দেশের মধ্যে প্রথম রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা, যারা এমন পদক্ষেপ করল। মুহূর্তে তাতে কয়েক হাজার লাইক। প্রচুর শেয়ার। বোঝার অপেক্ষা রাখে না, আয়না দেখিয়ে সংবাদমাধ্যমের দায়িত্ব পালন করেছে 'একদিন'। টিম স্নেহাশিসের প্রশংসা প্রাপ্য। সোমবার বিকেলে জানানো হলো, মঙ্গলবারের ঘরোয়া ক্রিকেটের খেলার খবরও। এই প্রথা না থাকায় সমস্যা হতো সংবাদমাধ্যমের, ক্রিকেটপ্রেমীদের। রোহিত শর্মার সিদ্ধান্তের ৫ দিনের মাথায় টেস্টকে আলবিদা জানালেন কিংবদন্তি বিরাট কোহলি। তবে কোহলির কপাল ভালো। বিকেলেই তাঁর জন্য পোস্ট সিএবির ফেসবুকে। রোহিতের মতো পরদিন নয়। এই তৎপরতাই চায় সকলে। সামান্য ব্যাকরণগত ত্রুটি এ ক্ষেত্রে বড় নয়। তবে মিডিয়া ম্যানেজার বিচিত্রর ঘুম কি পুরো ভাঙল? না। বিরাটকে নিয়ে গোল গোল বন্দনা। দেখলে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য, আদৌ তার এই পদে থাকার যোগ্যতা আছে কিনা! তিনি ভুলেই গেলেন এই ইডেনেই বিরাট কোহলি অধিনায়ক হিসেবে শেষ টেস্ট শতরান হাঁকিয়েছেন। সেটি ঐতিহাসিক। কারণ, তার আগে বা পরে গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্টে ভারতের কেউ আর শতরান পাননি। বিচিত্র, পেটোয়া লোকজনদের নিয়ে সিএবির ঘরের দরজা এঁটে আইপিএলের সময় বৈঠক না করে ইডেন, সিএবি সম্পর্কে একটু জানার চেষ্টা থাকলে বাংলার ক্রিকেটপ্রমীদের ভাল লাগত এ'কথা জনগণেরই। বিচিত্র কাজকর্মের জন্য স্বেচ্ছাশ্রম নয়, মাস গেলে গাঁটের কড়ি খরচ হয় সিএবির। দিতে হয় বেতন। তা কি শুধু ভস্মে ঘি ঢালা! কালিমালিপ্ত মিডিয়া ম্যানেজারকে নিয়ে অসন্তোষ ফাঁস সিএবির এজিএমে উঠলে অস্বস্তি বাড়বে বই কমবে না। তাতে নাম ডুববে সিএবি'রই।

গত ১১ মে একদিন সংবাদপত্রেই খেলার পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল বিচিত্র কাজকর্মের খতিয়ান। যেখানে নাম ডুবছিল সিএবির।

বিলম্বিত বোধদয়, ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতি শেষে ভারতীয় সেনাদের কুর্নিশ জানিয়ে ইডেনে দেখা গেল বিরাট ব্যানার।

টেস্টে ইডেনের মাঠে বিরাট কীর্তির কোনও উল্লেখই নেই সিএবির সমাজ মাধ্যমের পাতায়। দায়সারা কাজে বানান ভুলও রইল।

পাঁচ দিনের মধ্যেই সাদা পোশাক ছাড়লেন ভারতের দুই নক্ষত্র

অনুরোধেও অনড়, টেস্টে আচমকাই কোহলির অবসর

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি২০ আন্তর্জাতিক থেকে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি অবসর ঘোষণা করেছিলেন কয়েক মিনিটের ব্যবধানে। টেস্ট থেকে তাঁদের অবসর ঘোষণার মধ্যে ব্যবধান ৫ দিনের। বিরাট কোহলির সিদ্ধান্ত বদলাতে পারল না বিসিসিআই। কোহলি ইতি টানলেন ১৪ বছরের বর্ণময় কেরিয়ারে। ২০১১ সালে টেস্ট অভিষেক ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কিংস্টনে। শেষ টেস্ট সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। রোহিত শর্মার অবসরের পর বিসিসিআই মরিয়াভাবে চেয়েছিল কোহলিকে ইংল্যান্ড সফরের টেস্ট সিরিজে পেতে। কিন্তু শেষ অবধি তা হলো না। রো-কো জুটি ছাড়াই পাঁচ টেস্টের সিরিজের কঠিন চ্যালেঞ্জ সামলাতে যেতে হবে ভারতকে।

বিরাট ১২৩টি টেস্টে ৯২৩০ রান করেছেন। ৩০টি শতরান ও ৩১টি অর্ধশতরান। কোহলি এখন থেকে শুধু ওডিআই খেলবেন। ফলে অধরাই থেকে যাচ্ছে সচিন তেন্ডুলকরের ১০০টি শতরানের মহাকীর্তি।

২০১২ সালে অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট শতরান পেয়েছিলেন। শেষ টেস্ট শতরানটি হয়ে থাকল গত বছর পারথে। ২০১৯ সালে ইডেনে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ২৭তম টেস্ট শতরান হাঁকিয়েছিলেন কোহলি। এরপর শতরানের খরা চলে বছর চারেক। ২০২৩ সালে আমেদাবাদে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলেন ১৮৬ রানের ইনিংস। ওই বছরেই পোর্ট অব স্পেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে পান ২৯তম টেস্ট শতরান। ৩০তম টেস্ট সেঞ্চুরি পারথে, অজিদের বিরুদ্ধে অপরাজিত ১০০। ইডেনে কোহলির ২টি টেস্ট শতরান রয়েছে। ২০১৭ সালের নভেম্বরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত ১০৪ এবং ২০১৯ সালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১৩৬। ফলে ইডেনে যে শেষ দুটি টেস্ট কোহলি খেলেছেন তার দুটিতেই শতরান রয়েছে। ২০১৯ সালে পুণে টেস্টে কোহলি অপরাজিত ২৫৪ করেছিলেন, যা ব্যক্তিগত সর্বাধিক। সেই সময় টেস্টে তাঁর ব্যাটিং গড় ছিল ৫৫.১০। যদিও বিগত ২ বছরে টেস্টে বিরাটের গড় দাঁড়ায় ৩২.৫৬। তা সত্ত্বেও কোহলির টেস্ট থেকে এখনই অবসরের সিদ্ধান্ত অবাক করল রবি শাস্ত্রী-সহ অনেককেই। কোহলি অবশ্য আবেগঘন বার্তায় বুঝিয়ে দিয়েছেন, অবসরের এটিই সেরা সময়। প্রিয় ফরম্যাটকে বিদায় জানাচ্ছেন হাসিমুখেই। টেস্ট ক্রিকেট যে পরীক্ষা নিয়েছে, যেভাবে তাঁকে তৈরি করেছে, এই ফরম্যাট থেকে যে শিক্ষা অর্জন করেছেন তা আজীবন তাঁর সঙ্গী থাকবে বলেও উল্লেখ করেন কোহলি।

বিরাটের নেতৃত্বে ভারত ৬৮টি টেস্টের ৪০টিতে জিতেছে। ফলে তিনিই টেস্টে দেশের অন্যতম সফলতম অধিনায়ক। কোহলির অধিনায়কত্বে ভারত ১৭টি টেস্টে হেরেছে, ড্র ১১টি। কোহলির টেস্ট কেরিয়ারে সেরা সময় ২০১৬ থেকে ২০১৮। এই সময়কালে তিনি ৩৫টি টেস্টে ৫৮টি ইনিংসে ৩৫৯৬ রান করেছেন। গড় ৬৬.৫৯, ১৪টি শতরান করেছেন। ২০১৬ সালে কোহলির টেস্টে ব্যাটিং গড় ছিল ৭৫.৯৩, ২০১৭ সালে ৭৫.৬৪, ২০১৮ সালে ৫৫.০৮ এবং ২০১৯ সালে ৬৮। বিরাটের অবসরে শূন্যতা তৈরি হল ভারতীয় ক্রিকেটে। হতাশই হলেন ভক্তরা।

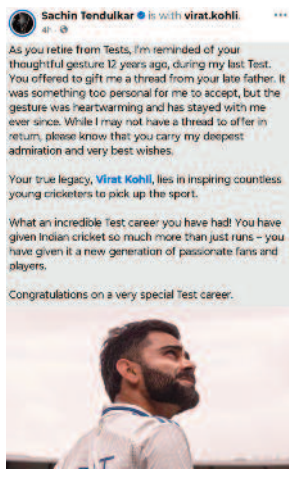

ক্রিকেটকে রানের থেকেও অনেক কিছু তুমি দিয়েছো, বিরাট কোহলির অবসরে আবেগপ্রবণ পোস্ট সচিন তেন্ডুলকরের।

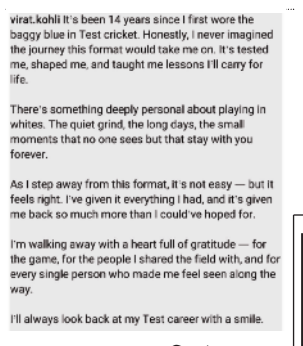

অবসর ঘোষণায় বিরাট যুগের সমাপ্তি। বিরাট লিখলেন, #২৬৯, সাইনিং অফ।

দশ হাজার রানের ক্লাবে ঢোকার সুযোগ ছিল। সেই সুযোগের হাতছানিকেও উপেক্ষা করলেন। টেস্ট ছাড়লেন মাইস্টোনের ৭৭০ রান দূরে। ৯২৩০ রানের মাথায় ৩০ সেঞ্চুরি আর ৩১ হাফসেঞ্চুরি রেকর্ডবুকে নিয়ে বিদায় জানালেন বিরাট কোহলি।

ফুটবলারদের ফিটনেস বাড়াতে জোর মেডিক্যাল বিভাগে

ভালো দল গড়তে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি: আসন্ন মরশুমের দল গঠন নিয়ে ইমামি গ্রুপের সঙ্গে বৈঠক সারলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্তারা। বৈঠকের পর দেবব্রত সরকার বলেন, বাজেট বড় ব্যাপার নয়। ভালো দল গড়তে সর্বতোভাবে ঝাঁপানো হচ্ছে। সেরা ভারতীয় ফুটবলারদের নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। দেখতে হবে কাদের পেতে পারি। বিদেশিদের বিষয়ে কোচের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্রয়োজনে বিদেশে গিয়ে সংশ্লিষ্ট ফুটবলারদের দেখে দলে নেওয়া হবে।

বিগত বছরগুলিতে মেডিক্যাল বিভাগের খামতি যে ছিল, তা দূর করতে পরিকল্পনা করা হচ্ছে। রিহ্যাব সেন্টারের পরিকল্পনা রয়েছে ভালো চিকিৎসকদের রেখে। আমাদের মহিলা বা রিজার্ভ ফুটবল দল ভালো করছে। খারাপ সময় কাটাতে কী করণীয় সে ব্যাপারে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে দলকে মোটিভেট করার কাজ চালাবেন ঝুলন গোস্বামী।

নতুন মরশুম। নতুন লক্ষ্য। এবার ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল কর্তারা দল গঠনের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে বৈঠক করলেন ইমামি গ্রুপের সঙ্গে। ছবিতে ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার, সচিব রূপক সাহার সঙ্গে ইমামির কর্তারা।

সোমবার ছিল বুদ্ধজয়ন্তী। অন্যতম ক্রীড়া প্রশাসক বিশ্বরূপ দে তাঁর ওয়ার্ডে গৌতম বুদ্ধের মূর্তির সামনে ফুল-মালা দিয়ে স্মরণ করলেন। সিএবি থেকে বিওএ'তে ব্যস্ততা সামলালেও ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডে তিনি পুরপিতাও। ময়দানের অলরাউন্ডার বিশ্বরূপ দে'র কাজ নিয়ে সকলেই অভিভূত। মহাবোধী সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমাজের বিশিষ্ট জনেরা।

একদিন আমার দেশ/আমার দুনিয়া

ছত্তিশগড়ে ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা মৃত চার শিশু, ৯ মহিলা

রায়পুর, ১২ মে: অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে ফেরার পথে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ১৩ জনের। মৃতদের মধ্যে ৯ জন মহিলা এবং চার শিশু। গুরুতর আহত আরও এগারো জন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রবিবার গভীর রাতে ছত্তিশগড়ের রায়পুরে ট্রাক ও ট্রেলারের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে।

এই দুর্ঘটনার পর ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে শোকপ্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি মৃতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা এবং আহতদের পঞ্চাশ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে। শোকপ্রকাশ করছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরও। পিএমও-র তরফেও মৃতদের পরিবারকে দুই লক্ষ টাকা এবং আহতদের পঞ্চাশ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণের কথা জানানো হয়েছে।

জানা গিয়েছে, রায়পুর জেলার চাউতদ গ্রাম থেকে বেশ কয়েকজন বাসিন্দা বাঁশরী গ্রামে গিয়েছিলেন একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। একটি ট্রাকে করে সেখান থেকে ফিরছিলেন সকলে। ট্রাকটি রায়পুর-বালোদাবাজার রোড হয়ে সারাগাঁওয়ের কাছে পৌঁছলে একটি ট্রেলারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সেখানেই ১৩ জনের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর স্থানীয়রা এসে প্রথমে উদ্ধারকাজ শুরু করে। পরে পুলিশ পৌঁছে আহতদের ড. ভিমরাও আম্বেদকর হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করে।

জেলাশাসক গৌরব সিং জানান, কীভাবে দু'টি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটেছে তা এখনও স্পষ্ট ভাবে জানা যায়নি। তবে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, কোনও একটি গাড়ির ব্রেক ফেল করায় দুর্ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে। তাছাড়া কোনও গাড়ির চালক ঘুমিয়ে পড়ার কারণেও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। আহতরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে দুর্ঘটনায় একই গ্রামের এগারো জনের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে চাউতদ গ্রামে।

ভারতীয় সেনার পরিচয়ে সাংবাদিকদের ফোন

তথ্য হাতাতে নতুন ফন্দি পাক গোয়েন্দাদের

নয়াদিল্লি, ১২ মে: পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করার জন্য ভারতীয় সেনার 'অপারেশন সিন্দুর' জারি রয়েছে। এই আবহে ওই অভিযান নিয়ে তথ্য হাতাতে ভারতীয় সেনার পরিচয় দিয়ে এ দেশের সাংবাদিক, সাধারণ মানুষকে ফোন করছে পাকিস্তানি গুপ্তচরেরা। সতর্ক করে জানাল ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। এই ধরনের ফোন এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে তারা।

ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে এ দেশের সাধারণ মানুষ, সাংবাদিকদের ফোনটি করা হচ্ছে। সেই নম্বর হল, ৭৩৪০৯২১৭০২। মোবাইলের ফোন নম্বর শনাক্তকরণকারী অ্যাপে নম্বরটিকে 'ইন্টেলিজেন্স

ডিপার্টমেন্ট' বলে দেখানো হচ্ছে। এই নিয়েই সতর্ক করেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।

পাকিস্তানের সঙ্গে শনিবার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে ভারত। যদিও রবিবার ভারতীয় বায়ুসেনা স্পষ্ট জানিয়েছে যে, তাদের পাকিস্তানি জঙ্গিদমন অভিযান এখনও জারি রয়েছে। রবিবার এক্স হ্যান্ডলে ভারতীয় বায়ুসেনা লিখেছে, 'অপারেশন সিন্দুরে নিজের দায়িত্ব সফল ভাবে পালন করেছে ভারতীয় বায়ুসেনা। দেশের স্বার্থে নিখুঁত ভাবে, পেশাদারিত্বের সঙ্গে সেই কাজ করেছে তারা। সতর্কতা এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে সেই অভিযান করা হয়েছে।' তার পরেই বায়ুসেনা জানিয়েছে, এই অভিযান এখনও চলছে। সেই নিয়ে দেশবাসীকে সময়মতো জানানো হবে। পোস্টে ভারতীয় বায়ুসেনা লিখেছে, 'এই অভিযান চলছে। সময়মতো সেই বিষয়ে তথ্য দেওয়া হবে। জল্পনা এবং ভুয়ো তথ্যে কান না দেওয়ার জন্য সকলকে অনুরোধ করছে আইএএফ।' এ বার তারা সতর্ক করে জানাল, এই অভিযান নিয়ে তথ্য চাইলে দেওয়া উচিত নয়। কারণ, পাকিস্তানি গুপ্তচরেরা ভারতীয় সেনা সেজে এই বিষয়ে তথ্য হাতানোর চেষ্টা করছে।

OFFICE OF THE
PANCHGRAM GRAM PANCHAYAT
Mobarakpur, Panchgram, Nabagram, Murshidabad
Notice Inviting e-Tender **No:-04/PGP/15th FC/Un-tied/ 2025-26,** Prodhan, Panchgram Gram Panchayat invited e-Tender from bonafied contractors, Agencies, Institution, individuals for mentioned work. The last date of onlne submation of tender is **23/05/2025 upto 18.00 hours.**
For details please visit website. **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Panchgram G.P

Notice Inviting e-Tender
NIT No.: JOY2/04 of 2025-26, Date: 08.05.2025. It is here invited by the BDO/EO, Joynagar-II for e-Tender of 7 nos. of Work vide **Tender Id: 2025_ZPHD_844021_1 to 2025_ZPHD_844021_7** and Last Date of Bid Submission is **20.05.2025.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO/EO
Joynagar-II Dev. Block/PS
Nimpith, South 24 Parganas

OFFICE OF THE
PANCHGRAM GRAM PANCHAYAT
Mobarakpur, Panchgram, Nabagram, Murshidabad
Notice Inviting e-Tender **No:-03/PGP/15th FC/Tied/ 2025-26,** Prodhan, Panchgram Gram Panchayat invited e-Tender from bonafied contractors, Agencies, Institution, individuals for mentioned work. The last date of onlne submation of tender is **21/05/2025 upto 18.00 hours.**
For details please visit website. **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Panchgram G.P

Office of the
GHOSHPARA GRAM PANCHAYAT
P.O- Muradpur Arji, P.S.- Jalangi, Dist- Murshidabad
TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No: - **01/GGP/ 15 Th CFC(TIED / UN TIED) / 2025-26** With Vide Memo **No. 148/GGP/2025-26 Dated:- 08-05-2025,** The Last date for online submission of tender is **16/05/2025 upto 03.00 P.M.**
For details, please visit website:- **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Ghoshpara Gram Panchayat

OFFICE OF THE
PANCHGRAM GRAM PANCHAYAT
Mobarakpur, Panchgram, Nabagram, Murshidabad
Notice Inviting e-Tender **No:-02/PGP/15th FC/Un-tied/ 2025-26,** Prodhan, Panchgram Gram Panchayat invited e-Tender from bonafied contractors, Agencies, Institution, individuals for mentioned work. The last date of onlne submation of tender is **17/05/2025 upto 18.00 hours.**
For details please visit website. **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Panchgram G.P

OFFICE OF THE
PANCHGRAM GRAM PANCHAYAT
Mobarakpur, Panchgram, Nabagram, Murshidabad
Notice Inviting e-Tender **No:-01/PGP/15th FC/Tied/2025-26,** Prodhan, Panchgram Gram Panchayat invited e-Tender from bonafied contractors, Agencies, Institution, individuals for mentioned work. The last date of onlne submation of tender is **16/05/2025 upto 18.00 hours.**
For details please visit website. **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Panchgram G.P

Office of the
FARIDPUR GRAM PANCHAYAT
Vill & P.O- Faridpur, P.S- Jalangi, Dist-Murshidabad
NIeT. No. 01/FGP/15thCFC/2025-2026 , Memo No 009/FGP/2025,Date 08/05/2025
NIeT. No. 02/FGP/15thCFC/2025-2026, Memo No 010/FGP/2025,Date 08/05/2025
Date of publishing: **10/05/2025 from 10.00 a.m** on **htpp://wbtenders.gov.in.** Bid downloading starts from: **10/05/2025 from 10.00 a.m.** Bid Downloading ends : **19/05/2025 up to 3.00 p.m.** Last date of Bid submission: **19/05/2025 upto 3.00 p.m.** Technical Bid opening date: **22/05/2025 at 4.00 p.m.** For details logon to **htpp://wbtenders. gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Prodhan
Faridpur Gram Panchayat

Nischinda Gram Panchayat
Bally, Howrah
E-TENDER INVITING NOTICE
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **e-NIT No.: 03/NGP/2025-26, 04/NGP/2025-26, 05/NGP/2025-26 & 06/NGP/2025-26 (Sl.-1 to 6).** Published Date: **12/05/2025.** Bid Submission End Date: **20/05/2025 up to 11:00 AM.** Bid Opening Date: **22/05/2025 at 11:00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Nischinda Gram Panchayat

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

মঙ্গলবার • ১৩ মে ২০২৫ • পেজ ৮

নিজের সন্তানের জন্য কি বাবা-মা পিপিএফ অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন? জানুন বিস্তারিত

সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের জন্য বাজারে বিনিয়োগের প্রচুর বিকল্প রয়েছে। কম ঝুঁকি, করছাড় ও স্থিতিশীল ফেরত- এই তিনটি গুণের কারণে পিপিএফ বা পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড অন্যান্য বিনিয়োগের বিকল্প হিসাবে বেশ জনপ্রিয়। বর্তমানে, পিপিএফে বার্ষিক ৭.১ শতাংশ হারে সুদ পাওয়া যায়।

১৯৬৮ সালের ১লা জুলাই পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু করেছিল ভারত সরকার। এটি আমানতকারীকে আকর্ষণীয় রিটার্ন এবং কর ছাড় সুবিধা প্রদান করে।

শিশুর জন্য পিপিএফ অ্যাকাউন্ট

আপনি আপনার নাবালক সন্তানের জন্য একটি পিপিএফ অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। আপনিই হবেন এই ধরনের অ্যাকাউন্টের অভিভাবক। তবে. আপনার অ্যাকাউন্টে মোট বার্ষিক জমা, সেইসঙ্গে আপনার সন্তানের অ্যাকাউন্ট, ১.৫ লক্ষ টাকার বেশি হবে না। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি এক বছরে আপনার নিজের পিপিএফ অ্যাকাউন্টে ১ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন, তাহলে আপনি একই বছরে আপনার সন্তানের পিপিএফ অ্যাকাউন্টে মাত্র ৫০০০০ টাকা জমা করতে পারবেন।

এক ব্যক্তি, এক অ্যাকাউন্ট

সরকারি নিয়ম অনুসারে, আপনার নিজের নামে কেবল একটি পিপিএফ অ্যাকাউন্ট থাকতে পারে। আপনি বিভিন্ন পোস্ট অফিস বা ব্যাঙ্কে যান না কেন, আপনি নিজের নামে একাধিক পিপিএফ অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন না। যদি আপনি তা করেন, তাহলে অতিরিক্ত অ্যাকাউন্টগুলি অবৈধ বলে গণ্য হবে।

দুর্ঘটনাক্রমে দু'টি পিপিএফ অ্যাকাউন্ট খুলেছেন?

যদি আপনি কোনওভাবে অসাবধানতাবশত দু'টি পিপিএফ অ্যাকাউন্ট খুলতে সক্ষম হন, তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যাঙ্ক, ডাকঘর বা অর্থ মন্ত্রকে জানান। এক্ষেত্রে সাধারণত দ্বিতীয় অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এবং আপনার জমা করা টাকা ফেরৎ দেওয়া হবে। তবে মনে রাখবেন, ওই জমা টাকার উপর আপনি কোনও সুদ পাবেন না।

কোনও যৌথ অ্যাকাউন্ট নেই-

পিপিএফ অ্যাকাউন্ট কেবল ব্যক্তিগত। অর্থাৎ, আপনি আপনার স্ত্রী বা অন্য কারও সঙ্গে যৌথ অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন না, এমনকি একজন নাবালকের সঙ্গেও নয়। এমনকি নাবালক সন্তানের পিপিএফ অ্যাকাউন্টের জন্যও তাঁর নাম থাকবে। তবে তা নিয়ন্ত্রণ করবে ওই নাবালকের অভিভাবক।

পিপিএফ কী?

পিপিএফ বা পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড হল, একটি ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় প্রকল্প। এটি একটি কর-সঞ্চয়ী বিনিয়োগ, যা বিনিয়োগকারীদের নিশ্চিত রিটার্ন এবং কর সুবিধা প্রদান করে।

এক নজরে মূল বৈশিষ্ট্য

যোগ্যতা সমস্ত ভারতীয় বাসিন্দারাই পিপিএফ অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। নাবালকদের জন্য তাদের পিতামাতা বা অভিভাবকরাও অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন।

বিনিয়োগের সীমা সর্বনিম্ন বার্ষিক আমানত ৫০০ টাকা, যেখানে সর্বোচ্চ ১.৫ লক্ষ টাকা প্রতি আর্থিক বছরে। একবারে বা বার্ষিক ১২টি কিস্তিতে আমানত করা যেতে পারে।

মেয়াদ পিপিএফ অ্যাকাউন্টের মেয়াদ ১৫ বছরের, যা পরবর্তী ৫ বছরের জন্য বাড়ানো যেতে পারে। সুদের হার সুদের হার অর্থ মন্ত্রক দ্বারা প্রতি ত্রৈমাসিকভাবে সংশোধিত হয়।

অ্যাকাউন্ট স্থানান্তর গ্রাহকের অনুরোধে একটি পিপিএফ অ্যাকাউন্ট একটি ব্যাঙ্ক থেকে অন্য ব্যাঙ্কে বা একটি শাখা থেকে অন্য শাখায় স্থানান্তর করা যেতে পারে।

ভারতে মহিলাদের চাকরির সুযোগ বেড়েছে ৪৮ শতাংশ, বাড়ছে নতুনদের কদর

ভারতের চাকরির বাজারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। ২০২৪ সালের তুলনায়, ২০২৫ সালে মহিলাদের চাকরির সুযোগ ৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি (আইটি), ব্যাঙ্ক, আর্থিক পরিষেবা এবং বিমা (বিএফএসআই), উৎপাদন এবং স্বাস্থ্যসেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে চাকরির চাহিদা বেড়েছে।

ফাউন্ডিট (পূর্বে মনস্টার এপ্যাক এবং এমই)-এর প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৫ সালে মহিলাদের জন্য উপলব্ধ প্রায় ২৫ শতাংশ চাকরিই একদম নতুনদের জন্য। এর থেকে বোঝা যায় যে, আইটি, মানবসম্পদ (এইচআর) এবং মার্কেটিংয়ের মতো ক্ষেত্রে পেশাদারদের চাহিদা বেশি, বিশেষ করে চাকরির প্রথম অবস্থায়। তিন বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মহিলাদের সবচেয়ে বেশি চাকরির সুযোগ রয়েছে, প্রায় ৫৩ শতাংশ। তারপরে চার-ছয় অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের (৩২ শতাংশ) চাকরির সুযোগ রয়েছে। রিপোর্ট অনুসারে, তথ্যপ্রযুক্তি/কম্পিউটার - সফটওয়্যারের মতো শিল্পে মহিলাদের চাকরির সুযোগ রয়েছে প্রায় ৩৪ শতাংশ।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে নিয়োগ/স্টাফিং/আরপিও, বিএফএসআই এবং বিজ্ঞাপন/জনসংযোগ/ইভেন্ট, এই ক্ষেত্রগুলিতে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে।

ফাউন্ডিট-এর প্রতিষ্ঠাতা ভিপি-মার্কেটিং অনুপমা ভিমরাজকা বলেছেন য়ে, 'ভারতীয় চাকরির বাজার দ্রুত বাড়চে, বিশেষ করে উচ্চ-প্রবৃদ্ধির শিল্প এবং প্রযুক্তি-চালিত শিল্পে মহিলাদের জন্য আরও বেশি সুযোগ রয়েছে এবং সুযোগ তৈরিও হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন যে, অফিস থেকে কাজ করার ব্যবস্থায় ৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি, নিয়োগকর্তাদের অগ্রাধিকারের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। তাঁর কথায়, 'বেতনের সমতা এবং কর্ম-মোড পছন্দের মতো ক্ষেত্রগুলিতে চ্যালেঞ্জ অব্যহত থাকলেও, ২০২৫ সালে মহিলা কর্মীদের অংশগ্রহণের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক।'

মজার বিষয় হল, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং উৎপাদন ভূমিকাতেও মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা গত বছরে ছয় শতাংশ থেকে আট শতাংশে পৌঁছেছে। এই বৃদ্ধি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), সাইবার নিরাপত্তা, ডেটা সায়েন্স এবং ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের মতো উদীয়মান প্রযুক্তিতে বিশেষায়িত প্রতিভার ক্রমবর্ধমান চাহিদাকেও তুলে ধরে।

ভৌগোলিকভাবে, প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে যে টিয়ার-২ এবং টিয়ার-৩ শহরে আরও বেশি সংখ্যক মহিলা চাকরি পাচ্ছেন। নাসিক, সুরাট, কোয়েম্বাটুর এবং জয়পুরের মতো শহরে মহিলাদের চাকরির হার ৪১ শতাংশে পৌঁছেছে। টিয়ার-১ শহরে এই হার ৫৯ শতাংশ।

মহিলাদের চাকরির জন্য বেতন বন্টন দেখায় যে বেশিরভাগ (৮১ শতাংশ) ০-১০ লক্ষ বার্ষিক বেতনের মধ্যে, তারপরে ১১-২৫ লক্ষের মধ্যে ১১ শতাংশ, যেখানে আট শতাংশ ২৫ লক্ষেরও বেশি আয় করেন। আরেকটি উৎসাহব্যঞ্জক প্রবণতা হল STEM (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত) ক্ষেত্রে মহিলাদের উত্থান, কারণ ভারতে STEM স্নাতকদের ৪৪ শতাংশই মহিলা।

ড্রোনেই নজর দালাল স্ট্রিটের

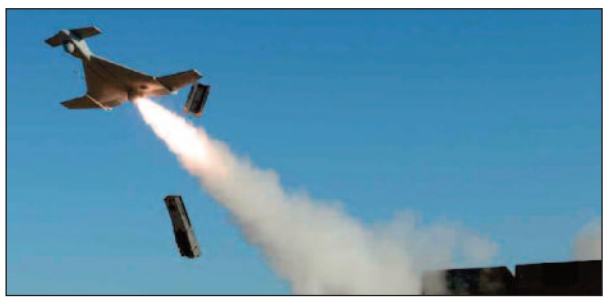

দালাল স্ট্রিটে বাড়ছে ড্রোনের শেয়ারের দাম। ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে চলা উত্তেজনার আঁচ সরাসরি পড়েছে দালাল স্ট্রিটে। ফলে সেখানে লাফিয়ে বাড়ছে ড্রোনের শেয়ারের দাম। ইন্ডিয়া টুডের খবর অনুসারে, আইডিয়াফোর্জ, ড্রোনাচার্য এরিয়াল ইনোভেশনস এবং জেন টেকনোলজিসের মতো শেয়ারগুলি শুক্রবার বিরাট বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতীয় বাহিনী আত্মঘাতী ড্রোন মোতায়েন করার পর মুম্বই স্টক এক্সচেঞ্জে আইডিয়াফোর্জ টেকনোলজির শেয়ারের দাম প্রায় ১৭ বেড়ে ৪৫০ টাকায় পৌঁছেছে। এদিকে, দ্রোণাচার্য ৫, জেন টেকনোলজিস ৫ এবং পারস ডিফেন্স প্রায় ৫ বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃহস্পতিবার ভারত পাহেলগাঁও সন্ত্রাস হামলার প্রতিশোধ হিসেবে পাকিস্তান এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের নয়টি জঙ্গি ঘাঁটিতে নির্ভুল বিমান হামলা চালিয়েছিল। এরপর সেনার পক্ষ থেকে বলা হয়, ভারত পাকিস্তানি বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করতে হারোপ আত্মঘাতী ড্রোন ব্যবহার করেছে। ভারতের বিমান প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্ক, যার মধ্যে দেশীয়, রাশিয়ান এবং ইজরায়েলি সিস্টেম ছিল যাকে এই সময়ে কার্যকরা করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রণরেখা জুড়ে এখন ব্যাপক উত্তেজনা চলছে। উরি, কুপওয়ারা এবং পুঞ্চে ইতিমধ্যে জারি করা হয়েছে সতর্কতা। সাইরেন বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব এবং রাজস্থানের বিভিন্ন এলাকাগুলিকে ব্ল্যাকআউট করে দেওয়া হয়। ভারতের প্রতিরক্ষা বাজেট ৬.৮১ লাখ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১.৮ লাখ কোটি টাকা মূলধন হিসাবে খরচের জন্য স্থির করা হয়েছে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন যে সরকার সাম্প্রতিক পরিস্থিতির বিচারে এই ব্যয় আরও বাড়াতে পারেন। নুভামার মতো ব্রোকারেজ সংস্থাগুলি দীর্ঘদিন ধরে এই সেক্টরে একটি বিশেষ অবস্থান বজায় রেখেছে। সাম্প্রতিক একটি নোটে তারা পাঁচ বছরে ১৩০ বিলিয়ন ডলারের প্রতিরক্ষা সুযোগের আভাস দিয়েছে।

পোস্ট অফিসের মেগা স্কিমে সুদ পাওয়া যাবে ৭.১ শতাংশ

পোস্ট অফিসের পিপিএফ স্কিম এমন একটি জায়গা যেখানে বিনিয়োগ করলেই সঠিক রিটার্ন পাওয়া যায়। এখানে যদি সময় ধরে ধরে বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে সেখান থেকে নিজের ভবিষ্যৎকে গড়তে বেশি সময় লাগবে না।

পোস্ট অফিসের পিপিএফ স্কিমে ৫০০ টাকা থেকে বিনিয়োগ শুরু করতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকার একে সহায়তা করে থাকে। এখানে সুদের হার রয়েছে ৭.১ শতাংশ। যদি দীর্ঘসময় ধরে এখানে বিনিয়োগ করতে পারেন তবে নিশ্চিতভাবে জীবন কাটাতে পারবেন।

যেসব ভারতীয়র বয়স ১৮ বছর তারা অতি সহজেই এখানে নিজের অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। আপনার শিশুর জন্যেও এই অ্যাকাউন্ট আপনি খুলতে পারেন। সেখানে অভিভাবক হিসাবে আপনার নাম থাকবে। এখানে ৫০০ টাকা থেকে বিনিয়োগ করতে পারবেন। সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করতে পারে মাসে ১.৫০ লক্ষ টাকা।

এই অ্যাকাউন্ট ম্যাচিউর করবে ১৫ বছর পর। নির্দিষ্ট পোস্ট অফিস থেকেই টাকা ফেরত পেয়ে যাবেন। যদি হঠাৎ করে টাকার দরকার হয়ে থাকে তাহলে চতুর্থ বছরের পর আপনি সেখান থেকে খানিকটা টাকা তুলে নিতে পারেন।

যদি এখানে মাসে ২ হাজার টাকা করে বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে ১৫ বছর পর আপনার মোট টাকা হবে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। সুদ পাবেন ২ লক্ষ ৯০ হাজার ৯১৩ টাকা। মোট হাতে পাবেন ৬ লক্ষ ৫০ হাজার ৯১৩ টাকা।

যদি এখানে মাসে ৬ হাজার টাকা করে বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে ১৫ বছর পর আপনার মোট টাকা হবে ১০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। সুদ পাবেন ৮ লক্ষ ৭২ হাজার ৭৪০ টাকা। মোট হাতে পাবেন ১৯ লক্ষ ৫২ হাজার ৭৪০ টাকা।

যদি এখানে মাসে ১০ হাজার টাকা করে বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে ১৫ বছর পর আপনার হাতে মোট হবে ১৮ লক্ষ টাকা। সুদ পাবেন ১৪ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫৬৭ টাকা। মোট টাকা আপনি হাতে পাবেন ৩২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫৬৭ টাকা। তবে সমস্ত টাকা বিনিয়োগ করতে হলে আগে পোস্ট অফিসে গিয়ে সমস্ত তথ্য দেখে নিন। তারপর বিনিয়োগ করবেন। যদি আপনি কোনও ধরণের ক্ষতির সামনে পড়েন তাহলে তার দায় আজকাল ডট ইন নেবে না।

হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের সতর্ক করল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অর্থাৎ আরবিআই দেশবাসীর জন্য একটি সতর্কতা জারি করেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সব ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের একটি টেক্সট বার্তা পাঠিয়ে সতর্ক থাকতে বলছে। এই সতর্কতা বিশেষ করে যাঁরা হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারী তাঁদের জন্য। দেশে সাইবার জালিয়াতির ঘটনা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি, সব রাজ্য সরকারও সাইবার জালিয়াতির ঘটনা রোধে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু, প্রত্যেকে সচেতন না হলে সাইবার জালিয়াতির ঘটনা কমবে না।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সতর্কবার্তায় কী বলেছে?

সাইবার অপরাধকারীরা ক্রমাগত নতুন নতুন উপায়ে মানুষকে প্রতারণা করছে। এই পর্বে, ডিজিটাল

গ্রেপ্তারের অনেক ঘটনাও সামনে আসছে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ডিজিটাল গ্রেপ্তার থেকে সতর্ক থাকার আবেদন জানিয়ে জনগণকে সতর্ক করেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বার্তায় উল্লেখ, 'আপনাদের কি ডিজিটাল গ্রেপ্তারের হুমকি দেওয়া হচ্ছে? আইনে ডিজিটাল গ্রেপ্তারের মতো কিছুই নেই। ব্যক্তিগত বা আর্থিক তথ্য শেয়ার করবেন না বা অর্থ দেবেন না। সাহায্যের জন্য ১৯৩০ নম্বরে কল করুন।' প্রতারকরা হোয়াটসঅ্যাপে লোকজনকে ভিডিও কল করছে এবং ডিজিটাল গ্রেপ্তারের হুমকি দিয়ে তাঁদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করছে। ডিজিটাল গ্রেপ্তারের মতো অপরাধের কারণে মানুষ কেবল কোটি কোটি টাকাই খোয়াচ্ছেন না, আতঙ্কের কারণে কিছু লোক প্রাণও হারিয়েছেন। আরবিআই স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, ভারতের আইনে ডিজিটাল গ্রেপ্তার বলে কিছু নেই। যদি কেউ কাউকে হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্য কোনও ভিডিও কল অ্যাপ্লিকেশনে কল করে ডিজিটালভাবে গ্রেপ্তারের হুমকি দেয়, তাহলে প্রথমে তাঁর ফোনটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন এবং সাইবার অপরাধের কেন্দ্রীয় হেল্পলাইন নম্বর ১৯৩০-এ কল করুন ও সম্পূর্ণ তথ্য দিন।